www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬–২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ২৬ চৈত্র – ২ বৈশাখ, ১৪২৩ ঃ ৯ এপ্রিল – ১৫ এপ্রিল, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 24, 9 April - 15 April, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

এসো হে বৈশাখ...

ছয়ের পাতায়

হাড্ডাহাড্ডির হালহকিকৎ

হেভিওয়েট কেন্দ্রও হারাতে পারে শাসক

২০১৪ বনাম ২০১৬

বরুণ মণ্ডল

সাধারণ অঙ্কের হিসেব যারা কষেন তারা জানেন যোগ বিয়োগের হিসেব নিকেশ। আর যারা পড়াশুনো করেন তারা সীমাবদ্ধ থাকেন পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি কিংবা বড়জোর পরিমিতির মধ্যে। কিন্তু নির্বাচনের সময় যারা ফল ধরে ছক কষতে যান তারা অনেক সময়ই বেবাক বোকা হয়ে যান। কারণ নির্বাচনের সময় বলে নয়, রাজনীতির অঙ্কটাই ব্যাপক জটিল। সাধারণভাবে আপনি যতই দুয়ে দুয়ে চার করুন না কেন, রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সেটাই কখনও ২২ হয়ে যেতে পারে। এতো গেল ছোট একটা নমুনা। রাজনীতির ময়দানে এরকম ভুরি ভুরি নজির মিলবে যার অঙ্ক সাধারণ গণিতের সঙ্গে কোনও ভাবেই খাপ খায় না। তাও ভোট আসলে কর্মীরা যেরকম মাঠে নেমে পড়েন দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে তেমনই বোকা বাক্সের আড়ালে হোক আর গণমাধ্যমের দর্পণে কিছু রাজনৈতিক তর্কবাগীশ নেমে পড়েন এই জটিল অঙ্ক সমাধানের দায়িত্ব নিয়ে। আবার অনেক সময় দেখা যায় সাধারণ অঙ্কের নিয়ম মেনেই রাজনৈতিক যোগ বিয়োগ ঘটতে। এই সব দিকে নজর রেখে যে পড়াশুনা বা অধ্যায় গড়ে উঠেছে তা ঠিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পলিটিক্যাল সায়েন্সের অংশ নয়। বরং এর তাত্ত্বিক দিক থেকে বেরিয়ে এসে প্র্যাক্টিক্যাল উপযোগিতার প্রতিফলন বেশি চোখে পড়ে। বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন নির্বাচনের আগে আমাদের সামনে যে সম্ভাব্য জনমত প্রতিফলিত হয় তা বিগত নির্বাচনকে সামনে রেখেই এগনো।

২০১৪ এপ্রিল–মে–র ষোড়শ লোকসভার সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে এ রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়েছিল ২১৬টি আসনে, বামফ্রন্ট এবং জাতীয় কংগ্রেস উভয়েই এগিয়েছিল ২৮টি করে আসনে আর বিজেপি এগিয়েছিল ২২টি আসনে। এবার আসা যাক, ২০১৬–র এপ্রিল–মে–র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ষোড়শ সাধারণ নির্বাচনে বামজোট ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে জোট হওয়ায় ওই ২০১৪–র ফলাফলের ভিত্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে থাকছে ১৮০টি আসনে। আর বিজেপি এগিয়ে থাকছে ১৫টি আসনে। এই পরিসংখ্যানের প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের আওতাভুক্ত ৩১টি বিধানসভা আসনের যে ১০টি আসন এবং উত্তর কলকাতা জেলা প্রশাসনের (নির্বাচন) সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে যে দু'টি আসনে আর দক্ষিণ কলকাতা জেলা প্রশাসনের (নির্বাচন) চারটি বিধানসভা আসনের মধ্যে যে দু'টি আসনে বামফ্রন্ট ও জাতীয় কংগ্রেস জোট ও তৃণমূল কংগ্রেসের কঠিন লড়াই হবে সেই আসনগুলি হল—

জেলা	বিধানসভা কেন্দ্র	তৃণমূল কংগ্রেস	বামফ্রন্ট+জাতীয় কংগ্রেস দলের পরিসংখ্যান
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	বাসন্তী–১২৮	৭২,৮০৬	৭০,৮৭২+২,৭৫৭=৭৩,৬২৩
	কুলতলী–১২৯	৪৪,৯৭৮	৬৬,৮৩৫+১,৭৭৮=৬৮,৬১৩
	জয়নগর–১৩৬	৪৮,০৫৬	৪০,২৩১+৮,২২৭=৪৮,৪৫৮
	বারুইপুর পূর্ব–১৩৭	৭৫,৩৭২	৭০,৭৮২+১,৭৯৪=৭২,৫৭৬
	ডায়মন্ড হারবার–১৪৩	৭৪,০৬২	৭১,৮৪৩+৪,৯০৩=৭৬,৭৪৬
	কসবা–১৪৯	৭০,৯০৬	৫৫,৪৮০+১২,৪২৮=৬৭,৯০৮
	যাদবপুর–১৫০	৭৭,৯০০	৭৮,২০৮+৪,৫১১=৮২,৭১৯
	মহেশতলা–১৫৫	৭০,৪২৯	৬২,৩৬০+১২,১৯০=৭৪,৫৫০
	বজবজ–১৫৬	৬৬,৪০৪	৬১,৮২৯+৭,২৯৯=৬৯,১২৪
	মেটিয়াবুরুজ–১৫৭	৫১,৬৮৪	৪৯,১৭৩+২১,৪৮০=৭০,৬৫৩
কলকাতা দক্ষিণ	কলকাতা বন্দর ১৫৮	৪৫,৭২২	১৭,০৯০+২৯,৭০৮=৪৬,৭৯৬
	বালিগঞ্জ–১৬১	৫০,৭১৯	৩২,১৭৬+৩১,০১৩=৬৩,১৮৯
কলকাতা উত্তর	চৌরঙ্গি ১৬২	৩৪,৪৪০	১০,৭৯৬+৩৫,৯৮৮=৪৫,৭৮৪
	এন্টালি–১৬৩	৫২,৬৫১	৩১,২৩৭+২৪,০৮৫=৫৫,৩২২
হাওড়া	উলুবেড়িয়া পূর্ব ১৭৬	৫৮,৭০২	৪৩,৯৩৫+১৩,০৯২=৫৭,০২৭
উত্তর ২৪ পরগণা	স্বরূপনগর–৯৮	৬৬,৪৫২	৭০,১০২+১৩,৩৭১=৮৩,৪৭৩
	বাদুড়িয়া–৯৯	৫২,৫৯৪	৫৫,৯০৮+৩৬,৮৭১=৯২,৭৭৯
	দমদম উত্তর–১১০	৭২,৫৯৯	৬৩,১৮২+৫,৮৩৫=৬৯,০১৭
	বসিরহাট উত্তর ১২৫	৬৯,১১৭	৬৬,০৭৭+২৪,১৫১=৯০,২২৪

জোটের বোলে উন্নয়ন উধাও, শুধুই পাঁকের দুর্গন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে শুধু নয় পৃথিবীর সর্বত্রই ক্ষমতায় আসার পর শাসকদলের জনসমর্থন কমে। কারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান আকাশচুম্বী চাহিদা কোনও দলের পক্ষেই সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। আর এই না–পাওয়াকে উসকে দিয়ে ক্রমশ সোচ্চার হয় বিরোধীরা। অবশেষে বদলে যায় ক্ষমতাসীন দল।

এই 'কমন' রাজনৈতিক ট্রেন্ড কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আলাদা। শাসকদলের বিরুদ্ধে একত্রিত জনমতকে আড়াল করতে এখানে চলে রিগিং নামক এক অদ্ভুত কৌশল। যার প্রথম মারাত্মক প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৭২ সালের নির্বাচনে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে রিগিংকেও গুঁড়িয়ে যায় আরও বেশি সংগঠিত জনমতের বিস্ফোরণ। সঙ্গে ছিল সদ্য বদলে যাওয়া কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে পাল্টে যায় পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতা। আসে বামফ্রন্ট জোট। কিন্তু কি আশ্চর্য। শাসন ক্ষমতায় থাকার পরেও বাড়তে থাকে জনসমর্থন আর সর্বক্ষেত্রে পিছোতে থাকে রাজ্য। নিন্দুকেরা বলে এও সেই 'রিগিং'–এর ক্যারিশ্মা। অনেকে আবার একে আদর করে বৈজ্ঞানিক রিগিং' বলে ডাকেন। অবশেষে ৩৪

বছর পর একইভাবে যখন জনরোষ ছাপিয়ে গেল রিগিং কৌশলকে তখন কড়া পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। তখনই পাল্টে গেল শাসন ক্ষমতা। এল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। পাঁচ বছর কাটাবার পর এবার আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ষোড়শ নির্বাচনের মুখোমুখি।

২০১৬–র নির্বাচন ইতিহাসে স্থান করে নেবে কারণ এই প্রথম বামেরা ঘোমটা খুলে তাদের মতে একটি 'বুর্জোয়া, চরম দক্ষিণপন্থী, পুঁজিপতিদের দালাল' কংগ্রেস দলের সঙ্গে সরকারে আসার জন্য প্রকাশ্যে জোটবদ্ধ হয়েছে। কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোয় এমন উপমা আছে বলে মনে হয় না। এর আগে 'কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম' নামক ঘোমটার আড়াল থেকে কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু এবার খুল্লম খুল্লা। কিন্তু কেন? এই কেন–র উত্তর খুঁজতে গিয়ে রাজনীতির রসায়নাগারে এক নতুন রাজনৈতিক যৌগ আবিষ্কার হয়ে গেল। নির্বাচনের সাধারণ রাজনীতি বলে এবার পাঁচবছর ক্ষমতায় থাকার ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসমর্থন কমবে যার সুফল পাবে বিরোধীরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

চালগম কিনছে ঝাঁটাকাঠিওয়ালারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সুরক্ষা আইন (NFSA) এবং রাজ্য খাদ্য যোজনা চালু হবার পর রেশনের দ্রব্য ব্যাপক হারে বাইরে পাচার হচ্ছে। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টে জানা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ শতাংশ রেশন সামগ্রী বাইরে পাচার হয়। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল ডিলারদের দ্বারা রেশন দ্রব্য বাইরে পাচার হয়। পূর্বের এপিএল গ্রাহকদের ৯৫ শতাংশ মানুষ রেশন তুলতেন না। ফলে উক্ত উদ্বৃত্ত দ্রব্য ডিলাররা পাচার করত। বর্তমানে AAY, BPL, APL চালু হবার পর সমস্ত গ্রহিতা রেশন তুলত এবং বাইরে তা বিক্রি করে দিত। কারণ এমন সব পরিবারের হাতে BPL কার্ড ছিল যারা রেশনের চাল খেতে অভ্যস্ত নয়। NFSA এবং RKSY চালু হবার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ রেশনের আওতায় এসেছে। তারা সপ্তাহ ৫০০ গ্রাম চাল ও ৭৫০ গ্রাম গম মাথাপিছু ২ টাকা কিলো দরে পাচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই এই রেশনের চালগম খান না। তাই এখন পাড়ায় পাড়ায় ঝাঁটাকাঠিওয়ালা পুরানো লোহা–লক্কড়ওয়ালাদের কাছে ১০ টাকা কিলো দরে এই রেশনের চালগম বিক্রি করে দিচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেল যে অনেক রেশন দোকানের আশেপাশে বস্তা পেতে কারবারিরা বসে আছে। মানুষ রেশন তুলছে আর এদের কাছে বিক্রি করছে। দুঃখের বিষয় যে এ বিষয়ে খাদ্য দপ্তরের নজরদারির কোনও ব্যবস্থা নেই।

প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার না করে স্বচ্ছল পরিবার, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্মচারি ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত বর্তমানে এই রেশন ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। অথচ এমন অনেক প্রকৃত অভাবী পরিবার আছে যারা এই নতুন রেশন ব্যবস্থায় নাম লেখাতে পারেনি। এলাকায় এমনও দেখা গিয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারি বিধবা মাকে আলাদা দেখিয়ে AAY রেশন কার্ড নিয়ে মাসে ৫ কেজি চালগম ২ টাকা দরে পাচ্ছে। তার উপর মাসে ১০০০ টাকা করে বিধবা ভাতাও পাচ্ছে। এই শ্রেণির মানুষরাই চালগম বাইরে বিক্রি করে দিচ্ছে।

বর্তমান খাদ্য সুরক্ষা যোজনায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার চালে ২৭ টাকা ও গমে কুড়ি টাকা করে ভর্তুকি দেয়। গ্রাহকরা সেই চাল ফেরিওয়ালাদের কাছে ১০ টাকা কিলো দরে বিক্রি করে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে ভর্তুকির সিংহভাগ কিন্তু গ্রাহকরা ভোগ করতে পারছে না। এই চাল আবার ফড়েদের হাত ঘুরে চালকল মালিকদের কাছে চলে যাচ্ছে এবং গম ময়দা কলে চলে যাচ্ছে। যে কেউ স্থানীয় চালমিলে ও ময়দা কলের আশেপাশে নজর রাখলেই এই বিষয় অবগত হতে পারেন। প্রকৃত সমীক্ষার অভাব ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির চক্রব্যূহে পড়ে সরকারি স্কিমের প্রকৃত উদ্দেশ্যই তাই ব্যর্থ হতে বসেছে। একদল মানুষ যা পাচ্ছে তা বিক্রি করে দিচ্ছে আর একদল মানুষ যারা প্রকৃত প্রাপক তারা বঞ্চিত হচ্ছে। যারা পাচ্ছে না তারা গণরোষে ফেটে পড়তে পারে আগামীদিন।

উপরন্তু চালকল মালিকদের মধ্যে কেউ কেউ চালে খুদ মেলাচ্ছে। তারা জানে ২ টাকা কিলো চাল যারা পাচ্ছে তারা চালের মান নিয়ে প্রশ্ন করবে না। এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে চালকল মালিকদের কেউ কেউ। রায়দিঘী চাল কলের বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ ইতিমধ্যে উঠেছে। সরকারের প্রকৃত সদইচ্ছা থাকলে নজরদারির ব্যবস্থা করে সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধ করা যায়। যেমন যারা রেশনের মাল বিক্রি করবে তাদের নাম সঙ্গে সঙ্গে রেশন ব্যবস্থা থেকে বাদ দিতে হবে। চাল কলগুলিতে নজরদারি করতে হবে। সেখানে ধান আসার কথা, কিন্তু বস্তা বস্তা চাল কেন ঢুকছে। নচেৎ শুধু ভোটের প্রচারের জন্য জনগণের অর্থ অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না।

বাছুর ছেড়ে গাইমাতাকে ধরেছেন কমরেডরা

পার্থসারথি গুহ

ভোটের বাদ্যি কেমন লাগে শুনতে? মানে ওই দুর্গাপুজোর আবাহনী এবং বিসর্জনের সময়ে যে বাজনা আমরা শুনে অভ্যস্ত তা কী? জবাবে একটাই উত্তর আসবে। না। ভোটের এই বাজনা একধরণের ককটেল সঙ্গীতের মতো আমাদের কর্ণগোচর হয়ে থাকে। আপনি যদি বিরোধী মনোভাবাপন্ন হন, তবে এক সঙ্গীত। আর সরকারপন্থী হলে অন্যরকম। বলাবাহুল্য, বিরোধীদের কানে যে ভোট কেত্তন বাজে তা খানিকটা ঝিঁঝিঁ পোকার সদৃশ হয়ে থাকে। আশা করি কেউ না কেউ ওইধরণের ভো–কাট্টা মার্কা গান ইতিমধ্যেই শুনে ফেলেছেন। যাক ভোটের বাজারে নাচ–গান নিয়ে বেশি চর্চা না করে চলে যাওয়া যাক চোখের সামনে যেসব লেখন লেপটে আছে রংবেরংয়ের বিভিন্ন দেওয়ালে ঠিক সেইখানটিতে।

ভাগ্য বিধাতা যে ললাট লেখন করে মনুষ্য জাতিকে ইহজগতে পাঠায় তার ওপরে টেক্কা দেয় এই দেওয়াল লেখন। প্রযুক্তির কল্যাণে তাতে যোগ হয়েছে বাহারি ফ্লেক্স এবং হোর্ডিং। বিভিন্ন নির্বাচন একটা না একটা ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসে। এই যেমন এবারের বিধানসভা ভোটে বিরোধীদের যা তর্জন–গর্জন তা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে নারদা আর সারদা নিয়ে। অর্থাৎ শাসকের দুর্নীতি নিয়ে যথারীতি মুখরিত বাংলার আকাশ বাতাস। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রতিফলন বেশ ভালো মতো পড়েছে এবারের দেওয়াল লেখনে। সারদা–নারদার সরকার আর নেই দরকার থেকে আরও অনেক কিছু উঠে এসেছে বিরোধীদের লেখায়। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে 'পায়ে গলিয়ে হাওয়াই চটি, লুঠ করছে কোটি কোটি' মার্কা স্লোগান। শাসকদলের পালটা লেখনি দেখা যাচ্ছে, যাতে বাম–কং জোট এবং বিজেপিকে পরাস্ত করার সাফ বার্তা দিয়ে লেখা হয়েছে 'হাত–হাতুড়ি–পদ্ম, হবে এবার জব্দ। গরমে অতি জনপ্রিয় একটি তেল কোম্পানির বিজ্ঞাপনকে আবার হাতিয়ার করেছে শাসক–বিরোধী উভয়পক্ষ। 'ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল', বাক্যের মোড়কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরস্পরকে তোপ দেগেছে যুযুধান দুই পক্ষ। শাসক পক্ষ যখন লিখছে, 'ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল, আবার আসছে তৃণমূল' ঠিক তখন তার পালটা বিরোধীরা লিখছে, 'ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল, বাংলা ডোবালো তৃণমূল'। কয়েক হাত ব্যবধানে এই চটুল দেওয়াল লেখন চোখে পড়েছে নানা জায়গায়। গ্রামেগঞ্জে তো বটেই খোদ কলকাতাতেও। গত লোকসভা নির্বাচন থেকে তৃণমূলের দেওয়াল লেখনে নিয়ম করে জায়গা করে নিচ্ছে পালতোলা নৌকাও। এই নৌকার বুকে তৃণমূল দলটি শান্তির প্রতীক পায়রার সঙ্গে স্থান পেয়েছে। শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব মোহনবাগানের দ্বারা শাসক দল কিভাবে আকৃষ্ট হল সেটাও এক গবেষণালব্ধ ব্যাপার বটে। এছাড়া কিছু কিছু এলাকায় স্থানীয় প্রার্থীদের ওপর ছড়াও পরিবেশিত হচ্ছে দেওয়াল চিত্রে। এর উদাহরণ অবশ্য বেশি মিলবে গাঁ–গঞ্জে।

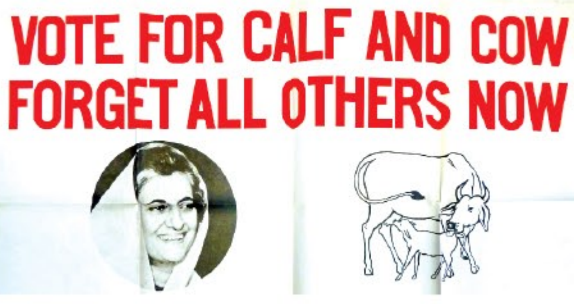

দেওয়াল, ফ্লেক্স এবং হোর্ডিংয়ে ছয়লাপ বঙ্গে বাম–কং জোটের মিলিত লড়াইয়ের বহু লেখনি চোখে পড়ছে। অথচ এই বামেরাই তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে লিখেছিল 'গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়'। বস্তুত এই শ্লোগান এবং রাজীবকে 'বফর্স গান্ধি' আখ্যা দেওয়া লেখনি কোন দেওয়ালে ছিল না তা বোধহয় হাতেগুণে বলতে হত। ইন্দিরা গান্ধিকে 'ডাইনি' বিশেষণেও তো ভূষিত করেছিল এই কমরেডরাই। আবার প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গণিখান একবার রাজ্যে কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর সিপিএম তথা বামেদের সরানোর আহ্বান জানিয়ে খুব হাকডাক শুরু করেছিলেন। তখন বামেরা দেওয়াল ভরিয়েছিল এই লেখনিতে, 'হাতে নিয়ে স্টেনগান, আসছেন গণিখান, সাবধান, সাবধান'। আডবানির নেতৃত্ব রামরথ যাত্রা সারা দেশে আলোড়ন ছড়ানোর পর সিপিএম লিখেছিল, 'রাম সেজেছে আডবানি, দেখে হয় অনুমান, ভোটে জিতলে বিজেপি, দেশ চালাবে হনুমান।' এতো গেল বাম এবং ডান দুই ঘরানার আকচাআকচির দেওয়াল লেখন। কিন্তু ১৯৭১–এ কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিআই জোটে যাওয়ায় প্রবল বিষেদাগার করে সিপিএম দেওয়াল ভর্তি করেছিল, 'দিল্লি থেকে এল গাই, সঙ্গে বাছুর সিপিআই' ছড়ায়। এখন ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সিপিএম যখন খোদ কংগ্রেসের হাত ধরেছে, মানস ভুঁইয়া এবং সূর্যকান্ত মিশ্রদের আলিঙ্গন ফেসবুক মানচিত্রে সর্বাধিক টিআরপি পাচ্ছে তখন কমরেডদের জিজ্ঞেস করতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে আপনারা কি গাইমাতার চরণে আশ্রয় নিয়েছেন?

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভেঙে পড়া বিবেকানন্দ সেতু নিয়ে শুরু হয়েছে

চাপান উতোর। মানুষের কাঠগড়ায় কন্ট্রাক্টর থেকে নির্মাণকারী সংস্থা। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার ৯ জন।

রবিবার : রাজ্য জুড়ে এখন শুধু রাজনৈতিক নেতাদের দাপাদাপি। দিল্লি থেকে আসছেন হেভিওয়েট

নেতারা। গরম গরম বাকযুদ্ধে সরগরম ভোটের হাওয়া। তিন জেলায় হয়ে গিয়েছে প্রথম দফার নির্বাচন। স্বচ্ছ অবাধ ভোট করতে কমিশন বদ্ধপরিকর।

সোমবার : উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরে এনআইএ অফিসার তানজিল আহমেদকে ২৪টি গুলিতে

ঝাঁঝরা করে দিল সন্ত্রাসবাদীরা। এই অফিসার যুক্ত ছিলেন পাঠানকোট বিস্ফোরণের তদন্তে। তার মাঝে পাকিস্তান পাঠানকোট কান্ডকে ভুয়ো আখ্যা দেওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে।

মঙ্গলবার : হয়ে গেল প্রথম দফার ভোট। গোলমালের তেমন কোনও খবর নেই। অভিযোগও

তেমন জমা পড়ল না কমিশনে। ভোট পড়ল ৮০ শতাংশেরও বেশি।

বুধবার : ভারতীয় রেলের ইতিহাসে আর এক মাইল ফলক গতিমান এক্সপ্রেস। সেই পথেই একধাপ এগিয়ে ১৬০ কিলোমিটার

বেগে মাত্র দেড়ঘন্টায় দিল্লি থেকে আগ্রা পৌঁছাল গতিমান।

বৃহস্পতিবার : ডানকানের রুগ্ন চা–বাগান অধিগ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে বাগান শ্রমিকদের মনে আশা জাগিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ডানকান এ নিয়ে আদালতের

দ্বারস্থ হয়। হাইকোর্ট জানিয়ে দিল আদালতের আগাম অনুমতি ছাড়া কোনও হস্তান্তর নয়।

শুক্রবার : ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লেখালেখি করায় বাংলাদেশে খুন

হয়ে গেল ব্লগার নাজিমুদ্দিন সামাদ। এর আগেও পর পর খুন হয়েছেন ব্লগাররা। এদেশের বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

এক বছরে ১৫০ বেসিস পয়েন্ট

সুদের হার কমালেও খুশি না বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

সুদের হার যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কমাতে চলেছে এই খবর অনেক আগেই ছিল মার্কেটের কাছে। প্রশ্ন ওঠাপড়া করছিল কতটা হারে সুদের হার কমাবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর রঘুরাম রাজন। কারণ গতবছর থেকে শুরু হয়ে সুদ কমার যে ধারা চলছে তার বেড়িতে এখনই যে রশি পরানো হবে না তাও জানা ছিল। এখন যে জিনিসটা বাজার বেশি করে চাইছিল সেই পঞ্চাশ বেসিস পয়েন্ট সুদ যেই কমালো না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তখনই বেচার অঙ্ক শুরু হয়ে গেল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। ফলে টানা বাড়ার পর (যা শুরু হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ) নিফটি–সেনসেক্স আহত হওয়া শুরু হয়েছে। নেপথ্যে সেই বিদেশি লগ্নিকারী পোষাকি ভাষায় আমরা যাদের এফআইআই বলে অভিহিত করে থাকি। এই বিদেশিদের বিক্রির জন্য বাজার মঙ্গলবার এতটা পড়ল। যে বাজার সোমবারেও বেশ তেজি ভাব ধরে রেখেছিল। তা হলে এত তাড়াতাড়ি আশাভঙ্গ হল বিদেশিদের। এখানে মনে রাখতে হবে ভারতীয় বাজার যেভাবে গত দেড় মাসে প্রায় হাজার পয়েন্ট কভার করেছে নিফটির অনুপাতে এবং তিন হাজার পয়েন্ট সেনসেক্সের নিরিখে সেখানে একটা প্রফিট বুকিং তো অনিবার্য ছিল। বিশেষ করে গত দেড় বছর টানা বাজারের দিক ছিল নিচের দিকে। মাঝেমধ্যে ওপরে ওঠার তাগিদ দেখালেও আসলে নিচের দিকেই ক্রমাগত ধাবিত হয়েছে ভারতীয় সূচকদ্বয়। অবশ্য ভারতের বাজার বা এখানকার উপাদান খুব যে খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে এতটা পড়ে যেতে হবে তা নয়। বরং অনেকটাই ভালো পরিস্থিতি ছিল ভারতীয় অর্থনীতির। তাও চিন, জাপান, সিঙ্গাপুর,দক্ষিণ কোরিয়ার মতো এশিয়ান ইনডেক্স খারাপ হওয়া, সর্বোপরি আমেরিকা–ইউরোপে ক্রমশ পতন ঘনীভূত হওয়ার ভালো প্রভাব পড়ে ভারতীয় বাজারে। বলাবাহুল্য তার ফলে হু হু করে নেমে যায় দেশের সূচক। গত ফেব্রুয়ারিতেই ভারতের নিফটি চলে আসে ৬৮০০–র কাছে। বাজার যখন টানা পড়তে থাকে তখন যে ফিসফাসটা সামনে আসে তা হল আরও কতটা পতন ত্বরান্বিত হতে পারে। মনে করা হয়েছিল নিফটি বোধহয় ছয় হাজার তিনশোর কাছে চলে আসবে। সেনসেক্স ছুঁয়ে দেখবে ১৮–১৯ হাজারের ঘর। এখানে মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন ভারতীয় শেয়ার বাজার চরম খারাপ পরিস্থিতিতে যাওয়ার আগে ২০০৮ সালে তৎকালীন সর্বাধিক উচ্চতায় পৌঁছেছিল। সেই সময়কার টপ জায়গাটা ছিল নিফটির জন্য ৬৩০০ আর সেনসেক্সের ২৩ হাজার। স্বাভাবিকভাবেই বিশারদরা ভয় পাচ্ছিলেন এই লক্ষ্মণরেখা যদি ভেঙে যায় তা হলে বোধহয় আরও খারাপ দিন অপেক্ষাব করছে।।

এখানেই ভারতীয় শেয়ার বাজারের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে বিদেশিরা লাগাতার কিনতে শুরু করে। গত দেড় বছর একরকম বিক্রেতার ভূমিকায় চলে যাওয়া এফআইআইদের এই কেনার হিড়িক ভারতের বাজারকে আবারো ওপরের দিকে তুলে ধরছে। গত দেড় মাসে প্রতিদিনই প্রায় ভালো পরিমাণ কিনেছেন বিদেশিরা। এদের কেনা মানে আর তো সামান্য অঙ্ক নয়, একেবারে বিশাল সংখ্যার সওদা তা সেই জায়গা থেকে বাজার ঘুরে দাঁড়াবে তা তো স্বাভাবিক। তাও এই পরিস্থিতিতে বিদেশিদের কেনার পাশাপাশি ভারতের বাজার যে চরম খারাপ জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়নি তার জন্য ভারতীয় ডোমেস্টিক ইনভেস্টর বা ডিআইআইদের ভূমিকার প্রশংসা সবার আগে করতেই হবে। বস্তুত ভারতের বাজার যে সাংঘাতিক খারাপ জায়গায় পৌঁছায়নি বিদেশিদের বেচা সত্ত্বেও তার পুরো কৃতিত্ব এলআইসি বা তাদের মতো ভারতীয় লগ্নিকারী সংস্থার ব্যাপক ক্রয়। এইপ্রতিরোধ না হলে নিফটি সাড়ে পাঁচ–ছয় হাজারের ঘরে চলে গেলেও অবাক হতেন না বিশেষজ্ঞরা। এমন মত তারা তুলে ধরেছেন তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। আগের দিন হলে ভারতের বাজার নিশ্চিতভাবে অনেকটাই নিচে চলে যেত। যাকে বলে পাতাল প্রবেশ ঘটত। তা ভারতের বাজারকে শক্তি জোগানো এই দেশি লগ্নিকারী সংস্থাগুলি আবার বিদেশিদের কেনার সময়ে বিক্রেতার ভূমিকায় চলে গিয়েছে। মুনাফা ঘরে তুলতেই ব্যস্ত তারা। এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এই ডোমেস্টিক ফান্ডগুলো ইয়ার এন্ডিংয়ের এই সংযে তাদের বেচা অর্থ সংগৃহিত করে গ্রাহকের লগ্নি এবং তাদের ডিভিডেন্ডকে মজবুত করে তোলে। এটা বরাবরের মতো টিপিক্যাল ফেব্রু–মার্চ ফর্মুলা।

অর্থনীতি

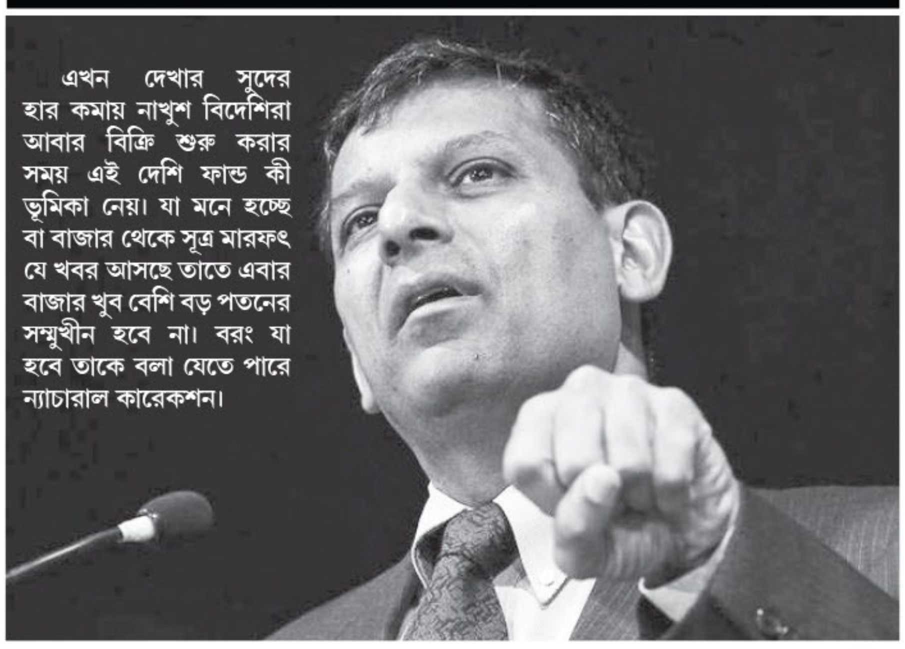

এখন দেখার সুদের হার কমায় নাখুশ বিদেশিরা আবার বিক্রি শুরু করার সময় এই দেশি ফান্ড কী ভূমিকা নেয়। যা মনে হচ্ছে বা বাজার থেকে সূত্র মারফৎ যে খবর আসছে তাতে এবার বাজার খুব বেশি বড় পতনের সম্মুখীন হবে না। বরং যা হবে তাকে বলা যেতে পারে ন্যাচারাল কারেকশন। এই সংশোধনীতেই হয়তো নেতৃত্ব দেবেন দেশি ফান্ড। যার ফলে বাজার খুব একটা পড়বে না। তার ওপর আগামী দিনে আট হাজারের ঘরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে কোমর বেঁধে তৈরি হবে ভারতীয় নিফটি। মনে রাখতে হবে বাজার যখন অগ্রসর হয় তখন তার সামনে যেসব বাধা আসে নিফটির নিরিখে সেগুলিকে টেকনিক্যাল পরিভাষায় বলা হয়ে থাকে রেজিস্ট্যান্স। সেই হিসেবে আপাতত ভারতীয় নিফটির কাছে সবথেকে প্রতিরোধ জোন হল ৮ হাজার বা ৮১৫০। উল্লেখ্য, এর আগে আট হাজার ভাঙলেও বারংবার এইসব লেবেল থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের জানান দিয়েছে নিফটি। তাই এখন এটাই হবে প্রধান বাধা। নিচের দিকে সাত হাজার ভেঙে নিফটি যে ৬৮০০–র কাছেপিঠে গিয়েছিল সেটা এখন সাপোর্টের জায়গা হিসেবে কেন্দ্রীভূত হলেও এতটা খারাপ জায়গায় নিফটি আসবে না বলেই বিশেষজ্ঞদের অনুমান। তাঁদের মতে বড়জোর ৭৫০০ কিংবা খুব খারাপ অবস্থায় ৭৩০০ পর্যন্ত আসতে পারে ভারতীয় নিফটি। এর থেকে খারাপ কিছু অন্তত ভাবা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। ভারতের পক্ষে আরও একটি আশার খবর এই যে বিদেশিরা তাদের ব্যাপক আকারে ক্রয়ের পর একটা ছোট লাভ তোলার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। তার মানে এই নয় যে তারা ভারতীয় বাজার থেকে সরে যাচ্ছেন। ফলে দেশি–বিদেশি পুঁজির সমাবেশে বিশাল জায়গায় আগামী দিনে পৌঁছাতেই পারে ভারতের শেয়ার বাজার। সেই জন্য এখন থেকেই ছক করে এগোতে হবে। উল্লেখ্য, টানা এক–দু বছরের ক্রম কারেকশনের পর ছন্দে ফেরা বাজারে সেক্টর বাছাই করা সব থেকে বড় কাজ। যার নিশানায় আপাতত ধরা পড়েছে যাবতীয় ব্যাঙ্ক এবং ফিনান্স সম্পর্কিত শেয়ার বা বিভাগ। এই ক্ষেত্রে ব্যাপক পতন পরিলক্ষিত হয়েছে গত দেড়–দুবছরে। এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে স্টিল বা কমোডিটি সেক্টরের কথাও। ক্রুড অয়েল যতটা নিচে এসেছে ততটাই পাল্লা দিয়ে নিচে এসেছে ধাতু সম্পর্কিত শেয়ার। এই সেক্টরেও কেনা শুরু হয়েছে ভরপুর। যার মধ্যে অতি অবশ্যই নজর দিতে হবে কোয়ালিটি বা ভালো গুণগত মান সম্পন্ন শেয়ারে। এদের যতই ডাউন গ্রেড করুক কিছু প্রথিতযশা বিশেষজ্ঞ তাদের মুখে একরকম ছাই দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এই মার খাওয়া সেক্টর।

তাহলে নির্যাস কি দাঁড়ালো এই যে বাজার বাড়ল তাতে নেতৃত্বকারী সেক্টর হল মার খাওয়া ব্যাঙ্ক বা ধাতু সেক্টর। আদতে কি এরা আগামী মুভে সঙ্গ দেবে। না হালফিলের নিরিখে পেটানি খাওয়া ওষুধ কোম্পানির শেয়ারগুলো পরবর্তী ক্ষেত্রে গর্জে উঠবে। ফান্ডামেন্টাল নিরিখে ভারতের ওষুধ কোম্পানিগুলি এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা। তবে এই সেক্টর গত কয়েক বছরে যে হারে বেড়েছে তাতে এর সংশোধনী প্রত্যাশিতই ছিল। হতে পারে আরও বছর খানেক খরাক্রান্ত থাকতে পারে ভারতের ফার্মা সেক্টর। ২০১৭–র শুরুতে এই ক্ষেত্রে পুঁজি নিবেশ করলে চার–পাঁচ বছরে অর্থবান হওয়ার পথ প্রশস্ত হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ এপ্রিল – ১৫ এপ্রিল, ২০১৬

মেষ : মান সম্মান বজায় রেখে চলতে পারবেন। সফলতার যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। আত্মীয়–স্বজনদের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করবেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ।

বৃষ : যোগাযোগমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। কর্মস্থলে গোলযোগ পূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। মাথা গরম করলে আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে।

মিথুন : ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভবান হবেন, কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে। সতর্ক থাকতে হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা উচিত। শিক্ষায়, আশানুরূপ ফল লাভে বাধা আসবে।

কর্কট : কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় রেখে চলতে পারবেন। বেকারদের চাকুরী লাভের সুযোগ আসবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ, সঞ্চয়ে বাধা, খাওয়া–দাওয়ায় সাবধান থাকতে হবে। পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শুভফল আশা করা যায়।

সিংহ : মনের উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা প্রোমোটারের ব্যবসায় নিযুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

কন্যা : আত্মীয় স্বজনরা আপনার সঙ্গে বিরোধিতা করবে না। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আপনি সতর্কে চললে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

তুলা : কর্মস্থলে দায়িত্ব বেড়ে যাবে। অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতে চলুন। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। রক্তপাতের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায় লাভবান হবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা আপনার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন।

ধনু : হজম শক্তির দুর্বলতা হেতু শরীর খারাপ হয়ে যাবে। বন্ধুরা শত্রুতা করার চেষ্টা করবে। মাতার স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। নূতন কোনও ব্যবসা এখন না করাই ভালো।

মকর : বেকারত্বের অবসান হবে। অর্থনৈতিক উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটতে পারে। কর্মস্থলে আপনি সম্মান বজায় রেখে চলতে সমর্থ হবেন। উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততির ক্ষেত্রে শুভ।

কুম্ভ : পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা আসবে। শিল্পীদের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। শিক্ষায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। শত্রুতৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সতর্কে থাকবেন।

মীন : গৃহ–ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফল পাবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ পাবেন। শরীরের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

বরোদা ব্যাঙ্কে ২৫০ স্পেশ্যালিস্ট অফিসার

২৫০ জন স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নেমে ব্যাঙ্ক অব বরোদা। নিয়োগ হবে বিভিন্ন শাখায়, মিডল ম্যানেজমেন্ট গ্রেডে (স্কেল 'টু' ও 'থ্রি')।

পোস্ট কোড ০১ : ফিনান্স/ক্রেডিট (এমএমজি/স্কেল–টু) : শূন্যপদ ৯৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সি এ বা আইপিডব্লুএ অথবা এম বিএ (ফিনান্স) বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (ফিনান্স)। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ০২: আইটি(এমএমজি/স্কেল টু) : নিয়োগহবেদুটিশাখায়: (১) আইটি স্পেশালিস্টশূন্যপদ ২৫টি। (২) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট: শূন্যপদ ১০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নীচের যে কোনও একটি শাখায় বিই বা বিটেক। শাখাগুলি হল, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস, আইটি ইলেকট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন। অথবা গ্র্যাজুয়েট এবং ডোয়েক 'বি' লেভেল কোর্স পাশ। নেটওয়ার্কিং, প্রোগ্রামিং, ল্যাঙ্গুয়েজেস, ডেটাবেস, আইটি সিকিউরিটির কোনও একটিতে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার। উত্তর ক্ষেত্রে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ০৪ : প্ল্যানিং (এমএমজি/স্কেল–টু) : শূন্যপদ ৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এমএ (ইকনমিক্স) বা এমএসসি (স্যাটিস্টিক্স) বা এমএসসি (স্ট্যাটিস্টিক্স) বা এমকম (ব্যাঙ্কিং) বা এমএসসি বা এমএ (অপারেশনস রিসার্চ) অথবা এমবিএ (ফিনান্স)। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ০৪ : কিস্ত ম্যানেজমেন্ট (এমএমজি/স্কেল–টু) : শূন্যপদ ১০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বা স্ট্যাটির্স্টিক বা ফিনান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ২ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। বিভিন্ন স্ট্যাটির্স্টিক্যাল প্যাকেজ সম্পর্কে জ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ০৫ : এইচ আর এন(এমএমজি/স্কেল–টু) : নিয়োগ হবে তিনটি বিভাগে। (১) এইচআরএম স্পেশ্যালিস্ট : শূন্যপদ ৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বা পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস বা হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট স্পেশ্যালাইজেশন সহ ২ বছরের এমবিএ অথাব ম্যানেজমেন্টের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। (২) রিক্রুটমেন্ট স্পেশ্যালিস্ট : শূন্যপদ ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বা পার্সোন্যাল ম্যানেজমেন্ট বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস বা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট স্পেশ্যালাইজেশন সহ ২ বছরের এমবিএ বা ম্যানেজমেন্টের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। সঙ্গে আইটি সম্পর্কিত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। (৩) এইআরআইটি : শূন্যপদ ৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে স্পেশ্যালাইজেশন সহ ২ বছরের এমবিএ বা ম্যানেজমেন্টের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। সঙ্গে আইটি সম্পর্কিত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। সবক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ০৬ : ইকনমিস্ট (এমএমজি/স্কেল টু) : শূন্যপদ ৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইকনমিক্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। এমফিল বা পিএইচডি থাকলে অগ্রাধিকার। অন্তত ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ০৭ : ল (এমএমজি/স্কেল–টু) : শূন্যপদ ২০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইনের ব্যাচেলর ডিগ্রি। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্নরা অগ্রাধিকার পাবেন। বারে ৩ বছরের প্র্যাকটিস অথবা জুডিশিয়াল সার্ভিসে ৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ০৮ : ফিনান্স/ক্রেডিট (এমএমজি/স্কেল–থ্রি) : শূন্যপদ ৫০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সিএ বা আইসিডব্লুএ বা এমবিএ (ফিনান্স) বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (ফিনান্স)। অন্তত ৬ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পোস্ট কোড ০৯ : (১) আই টি (এমএমজি/স্কেল থ্রি) ডেটা সায়েন্টিস্ট : শূন্যপদ ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স বার স্ট্যাসিস্টিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি অথবা এমএস। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (২) আইটি (এমএমজি/স্কেল–থ্রি) : সফটওয়্যার টেস্টিং : শূন্যপদ ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নীচের যে কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ব্যাচেলর বা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। শাখাগুলি হল : কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস, আইটি, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস, ইলেক্টনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন। অথবা গ্র্যাজুয়েট এবং ডোয়েক 'বি' লেভেল কোর্স পাশ। নেটওয়ার্কিং বা প্রোগ্রামিং বা ল্যাঙ্গুয়েজস বা ডেটাবেস বা আইটি সিকিউরিটির ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। ৬ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (৩) আইটি (এমএমজি/স্কেল–থ্রি) : ভেটারেন্স ম্যানেজমেন্ট : শূন্যপদ ২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নীচের যে কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ব্যাচেলর বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। শাখাগুলি হল কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস, আইটি ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্সঅ্যান্ডকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টশন। অথবা গ্র্যাজুয়েট এবং ডোয়েক 'বি' লেভলে কোর্স পাশ। নেটওয়ার্কিং বা প্রোগ্রামিং বা ল্যাঙ্গুয়েজস বা ডেটাবেস বা আইটি সিকিউরিটির ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। ৬ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এমএমজি স্কেল–টু–র মোট ১৮৫টি শূন্যপদের মধ্যে তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য ৯টি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য ৫টি, ওবিসিদের জন্য ২০টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। মোট শূন্যপদের মধ্যে অস্থি, দৃষ্টি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য যথাক্রমে ২টি, ২টি ও ৪টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

বয়স : এমএমজি স্কেল টু–৫ পদগুলির ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৩৫ বছর এবং এমএমজি স্কেল–থ্রি–৫ শব্দগুলির ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। ১৩–৪–২০১৬ তারিখে নির্দিষ্ট বয়স থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। বেতনক্রম : স্কেল–টু–ই ক্ষেত্রে ৩১,৭০৫–৪৫,৯৫০ টাকা। স্কেল থ্রি–র ক্ষেত্রে ৪২,০২০–৫১,৪৯০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bankofbaroda.com ১০ এপ্রিল পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা হবে

ফি বাবদ ৬০০ টাকা (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা) জমা দিতে হবে অনলাইনে ১৩ এপ্রিলের মধ্যে। খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

Office of the District Magistrate & District Election Officer, South 24 Parganas

This to inform that following Expenditure Observers have reached South 24 Parganas.

Number & Name of AC	*Name of the Observer and Code No.*	*Personal Mobile Number*
127- Gosaba(SC) ,128-Basanti(SC), 138-Canning Paschim (SC), 139-Canning Purba & 148-Bhangar	*Sunil B Ware, IRAS*	*9073339278*
130-Patharpratima, 131-Kakdwip , 132-Sagar, 133-Kulpi &134-Raidighi	*K.V.Ganesh Prasad, IC&CES*	*9073339288*
129-Kultali(SC) & 136-Jaynagar(SC), 137-Baruipur Purba(SC),140-Baruipur Paschim,147-Sonarpur Dakshin, 151-Sonarpur Uttar	*Ajit Pal Singh Daia,IRS*	*9073339280*
135-Mandirbazar (SC),141-Magrahat Purba(SC), 142-Magrahat Paschim,143-Diamond Harbour & 144-Falta	*Vivekananda Mishra,IRS*	*9073339281*
145-Satgachhia & 146-Bishnupur (SC),155-Maheshtala & 156-Budge Budge,157-Metiaburuz	*Umesh Kumar,IRS*	*9073339282*
149-Kasba & 150-Jadavpur,152-Tollygunj,153-Behala Purba,154-Behala Paschim	*Mahesh Yashwant Patil,IC&CES*	*9073339286*

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪ / দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

পর্যাপ্ত কর্মী ও জলের অভাবে ধুঁকছে মগরার সাধনা সাহিত্য কুটির পাঠাগার

রিম্পি ঘোষ: পরাধীন ভারতে দেশকে স্বাধীন করার জন্য অনেক সংস্থা, সমিতি গড়ে ওঠে। দেশকে স্বাধীন করার পাশাপাশি নানারকম সমাজসেবামূলক কাজেও তারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকত। এমনই একটি সমিতি হল মগরার দিগসুই সাধন সমিতি। তৎকালীন সময়ে কিছু উৎসাহী তরুণ প্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ চন্দ্রশেখর ঘোষ, ডাঃ নন্দলাল মুখোপাধ্যায়, মাষ্টারমশাই হারান চন্দ্র ঘোষ, পাঁচু গোপাল নিয়োগী প্রমুখ ছিলেন এই সমিতির প্রধান সংগঠক। পাঠাগার পরিচালন সমিতির সম্পাদক জগবন্ধু ঘোষ জানান, স্থানীয় বইপ্রেমী মানুষের উদ্দেশ্যে এই সাধন সমিতি নিজস্ব প্রাঙ্গনে ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করে সাধনা সাহিত্য কুটির লাইব্রেরি। পরবর্তীকালে ৫০–এর দশকে এই পাঠাগারটি প্রবোধবাবুর বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। পাঠাগারটির সূচনা পর্বে বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০–৭০ টি। একজন করে ব্যক্তি স্বেচ্ছাশ্রমে গ্রন্থাগার চালাতেন। ৬০–এর দশকে প্রায় ২,০০০–৩,০০০ টাকা সরকারি অনুদান ও গ্রামের মানুষের আর্থিক সাহায্য যোগ করে স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণদাস পাল পাঠাগারটির জন্য প্রায় ৫ কাঠা জমি দান করেন॥ সেইস্থানে বর্তমান পাঠাগারটির একতলা গড়ে ওঠে। ৮০

শতবর্ষের আলোকে

সাল পর্যন্ত পাঠাগারটি এইভাবে চলতে থাকে। হারান চন্দ্র ঘোষ, শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়, নিতাই চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এঁরা স্বেচ্ছাশ্রমে গ্রন্থাগারিক হন। প্রবীর কুমার আচার্য ছিলেন সর্বশেষ স্বেচ্ছাসেবক গ্রন্থাগারিক। ১৯৮০ সালে এই গ্রন্থাগারটি গ্রামীন গ্রন্থাগার হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি পায়। ১৯৮৩–৮৪ সালে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক থেকে প্রাপ্ত প্রায় ৪০,০০০ টাকা আর্থিক অনুদানে গ্রন্থাগারটি কক্ষটি সম্প্রসারন করা হয়। এরপর ১৯৯৪–৯৫ সালে প্রাপ্ত প্রায় ৮৩,০০০ টাকা আর্থিক অনুদানে গ্রন্থাগারটির দ্বিতলে একটি হলঘর তৈরি করা হয়। এখানে নাচ, আঁকা, নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কাজকর্মগুলি হয়। ২০০৭ সালে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রায় ২,৫০,০০০ টাকা ও ২০১০–১১ সালে বিধায়ক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তহবিল থেকে প্রায় ৫০,০০০ টাকা অনুদান পায় এই গ্রন্থাগারটি। দ্বিতলবিশিষ্ট গ্রন্থাগারটির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০০ ও বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৮,৬০০। ২০১৬ সালে এই গ্রন্থাগারটি শতবর্ষে পদার্পণ করবে। কিন্তু শতবর্ষে পদার্পিত এই গ্রন্থাগারটি বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। প্রধান সমস্যা হল পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব। গ্রন্থাগার পরিচালন কমিটি সূত্রে জানা যায়, গ্রন্থাগার রয়েছেন একমাত্র গ্রন্থাগারিক পরিতোষ পাল। এছাড়া, আর কোন কর্মী নেই। পরিতোষবাবু এই বছরের গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে অবসর নেবেন। সুতরাং, এরপর গ্রন্থাগার কে চালাবে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। এর ওপর রয়েছে জলের সমস্যা। বহুবার আবেদন নিবেদন করেও এই সমস্যার কোন সমাধান হয়নি।

পূর্ব মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা

এক বছরেই আবর্জনাময় ইকো ট্যুরিজম পার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : একবছর আগে ২০১৫–র ২২ মে পূর্ব মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছিল বিশাল আয়তনের ইকো–ট্যুরিজম পার্ক। চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ১৭৫ বিঘার এই পার্কে আছে ডিয়ার পার্ক, মিনি জু, পিকনিক স্পট সহ একটি বিশাল জলাশয়। অতি উৎসাহে অনেক আশা জাগিয়ে পার্কটির উদ্বোধন করেছিলেন প্রফেসর তৎকালীন মহকুমা শাসক রাজনবীর সিং কাপুর। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সব আশা–আকাঙ্ক্ষা চাপা পড়েছে জঞ্জালের পাহাড়ে। ঘুরতে, পিকনিক করতে আসা মানুষের উচ্ছিষ্টে ভরে উঠেছে পার্ক। তার সঙ্গে রয়েছে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ।

আরামবাগ লোকসভার সাংসদ ও সরকারি বরাদ্দে গড়ে ওঠা পার্ক একবছরেই হতশ্রী। সবচেয়ে অবাক হতে হয় পার্কের এই অবস্থা সম্পর্কে কোনও খবর নেই প্রশাসন মহলে। কেউ কেউ জানলেও তারা নির্বিকার। অথচ সংশ্লিষ্ট জঙ্গলের বিট অফিসার দিলীপকুমার রায় জানালেন বিষয়টি তারা যথাস্থানে জানিয়েছেন। বিট অফিসার জানেন অথচ জানেন না স্থানীয় পঞ্চায়েত সভাপতি। চন্দ্রকোণা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সত্যকিংকর পাল জানান আবর্জনার বিষয়টি তার অজানা। বিডিও বিষয়টি জানেন অথচ নির্বিকার। প্রশ্ন শুনে জানালেন স্থানীয় পঞ্চায়েতকে বলা হবে। মানুষের প্রশ্ন এরজন্য যারা দায়ী তাদের কি কেউ কৈফিয়ত নেবে না?

পশ্চিমবঙ্গের পাট ও চা শিল্প এখন তেলেভাজা ও পাঁপড় শিল্প

মলয় সুর : পান্ডুয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিএম প্রার্থী আমজাদ হোসেন এবারও ভোটে লড়ছেন। তিনি এই কেন্দ্রে ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের প্রতীকে হুগলি থেকে যে দুজন জয়ী হন তাদের মধ্যে পান্ডুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে আমজাদ হোসেন জিতেছিলেন। তিনি তৃণমূলের প্রার্থী নার্গিস বেগমকে ৩৯৭ ভোটে পরাজিত করেছিলেন। বয়সে তরুণ তুর্কী সিপিএমের প্রার্থী আমজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এবার ফুটবলার সৈয়দ রহিম নবি। এবার লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। অন্যদিকে পান্ডুয়ায় যে তৃণমূল নেতারা সারা বছর মানুষের সঙ্গে ছিলেন তাদের টিকিট দেওয়া হয়নি। প্রকাশ্যে প্রার্থীপদ নিয়ে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতৃত্ব। এখানে ২ লাখ ৩৫ হাজার ভোটার রয়েছে। যদিও নবি এলাকার ছেলে কিন্তু কোনও রাজনৈতিক নেতা নন। এই লড়াইয়ে নজর গোটা জেলাবাসীর। যদিও পান্ডুয়া বামদুর্গ। এই সরকারের সময় এত চুরি।,ঘুষ আর কেউ দেখেনি। রাজ্যের যা উন্নয়ন তা হয়েছে বামফ্রন্টের আমলে। বাম আমলেই মহিলাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা হয়েছে, এই কথাগুলি বললেন আমজাদ হোসেন। তিনি আরও বলেন, তৃণমূল নেত্রীর সাফ জবাব ৬৮ লাখ বেকার যুবকদের চাকরি

পান্ডুয়া

দিয়েছেন। আর দু'লাখ ভোটের পর দেবেন। মানে প্রতিটি বুথে গড় সংখ্যা অনুযায়ী তরুণ যুবকরা চাকরিজীবী হয়েছেন। যার অর্থ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারে থেকে অনেক গুণ বেশি। অথচ দূরবীন দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। রাজ্যে তাহলে বেকার নেই। কিন্তু বাস্তবে তরুণেরা চাকরি না পেয়ে হতাশ। তিনি যে ভাঁওতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর তাঁর সঙ্গে অনবরত কারি কারি মিথ্যা কথা বলা। যা মহিলা নেত্রীর পক্ষে কখনই শোভা পায়না। অথচ রাজ্যে কোটি কোটি টাকার উৎসব চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মুখে বলছেন মা–মাটি–মানুষের সরকার। কিন্তু তিনি এখন মাটিতে পা রাখছেন না। আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন। এত টাকা আসছে কোথা থেকে। এদিকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বর্ধিত ডিএ দেওয়া হল না। এমনকি তাঁর উপর তাদের কাজের চাপ প্রচন্ড চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সমস্ত কর্মচারিরা প্রচন্ড ক্ষিপ্ত ও ক্ষোভে ফুঁসছে। এই সরকার যত তাড়াতাড়ি নিপাত যাবে ততই রাজ্যের মঙ্গল। তৃণমূলনেত্রী বাম কংগ্রেস জোটের কটাক্ষ ও সমালোচনা করে চলেছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা যাবে না। তাহলে গর্দান যাবে। এরকম ঘটনা হল পুরুলিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায়। এক কৃষক ঘরের ছেলে শিলাদিত্য বলেন, সারের দাম একটু কম হলে সুবিধা হয়। তৎক্ষণাৎ তাকে মাওবাদী বলেন, সেই সময় তাকে জেলে যেতে হয়। বাম আমলেই গরিবদের জন্য শুরু হয়েছিল ২ টাকা কেজি দরে চাল। রাজ্যবাসীকে ডিজিটাল রেশনকার্ড দিতে পারলেন না। অর্ধেক মানুষ কার্ড থেকে বঞ্চিত হলেন। সারদা ও নারদা কান্ড মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে জাঁতাকলে পিষে দিয়েছে। তাঁর দলের সব নেতা–মন্ত্রীরা সব হাতে করে টাকা নিচ্ছেন। আর দাবি করা হচ্ছে সৎ সরকার। ৫ বছরে যাবতীয় সম্মান খোয়া গিয়েছে। ওই দলে ভালো শিক্ষিত মানুষ থাকতে পারে না। আমজাদ হোসেন পেশায় শিক্ষক। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে আসেন। এলাকায় সরল সাদাসিধে হিসাবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন। এদিনে ঘটনাচক্রে ভোটের আগেই পোস্তা এলাকায় নির্মীয়মান বিবেকানন্দ সেতু ভেঙে বহু লোকের মৃত্যু হয়। ভয়ংকর দুর্ঘটনা। তার ওপর এখন গোদের উপর বিষ ফোঁড়া পিছু নিয়েছে। তৃণমূল সুপ্রিমো রাজ্যে শিল্পের উন্নয়ন তেলেভাজা। পাঁপড় শিল্প। এগুলো রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়ন।

ভোটের পাঁচালি

তৃণমূলের অভিনব প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা: আরও বেশি সংখ্যক মানুষের ভোট পাওয়ার জন্য নিত্য নতুন অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে হুগলি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারে। পদযাত্রা, পথসভার পাশাপাশি কোথাও আবার ছড়ার আকারে চলছে জোর কদমে দেওয়াল লিখন। চন্দননগর বিধানসভার প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেনের সমর্থনে ভদ্রেশ্বরের সারদাপল্লীর ২১ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে নিত্যনতুন কৌশল চোখে পড়ল। দেওয়াল লিখনে ছড়ার আকারে লেখা রয়েছে –

ভোট দিতে কোরো না ভুল
উন্নয়নের প্রতীক জোড়া ফুল
বলছে বাংলার জনতা
আবার আসছে মমতা।

সারদা বা নারদ কান্ড নিয়ে রাজ্য তথা জাতীয় রাজনীতি যতই সরগরম হোক না কেন গত বিধানসভা নির্বাচনের মতই এবারও এমনটাই আশা রাখছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

জোর প্রচার

রায়দিঘিতে ভোট প্রচার সারছেন বিজেপি প্রার্থী নবেন্দুসুন্দর আস্কার (উপরে)।

রায়দিঘীর বিদায়ী বিধায়ক তৃণমূল প্রার্থী দেবশ্রী রায়ের ভোট প্রচার (নীচে৭)।

হোয়াটস অ্যাপ রিপোর্টার সুমন মালিক।

দেওয়াল লেখা নিয়ে দ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া গোলাবাড়ি থানা এলাকায় সিপিএম এবং কংগ্রেসের জোট প্রার্থী সন্তোষ পাঠকের সমর্থনে দেওয়াল লেখার সময় সালকিয়া নতুন মন্দিরে টিএমসি সমর্থকেরা এসে সিপিএম সমর্থকদের হুমকি দিয়ে অবিলম্বে দেওয়াল না লেখার নির্দেশ জারি করে। তারা জোর করে লেখা চালিয়ে গেলে টিএমসি সমর্থকরা এসে সিপিএম সমর্থকদের গালিগালাজ দেওয়ায় এলাকায় তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরে ঘটনার খবর জানতে পেরে জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী সন্তোষ পাঠক এবং প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলর মমতা জয়সওয়াল ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং টিএমসি–এর কাউন্সিলরাও ঘটনাস্থলে দৌড়ে আসেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। ঘটনার কারণ জানতে পেরে এর পুনরাবৃত্তি হবে না বলে টিএমসি নেতারা আশ্বাস দেন। পরে অবশ্য সন্তোষ পাঠক গোলাবাড়ি থানায় গিয়ে লেখা বন্ধ করা টিএমসি সমর্থকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বলেন ভোটে আমাদের জোট প্রার্থীদের কাছে তৃণমূলের পরাজয় অবিসম্ভাবী জেনে তৃণমূল এখন জোর করে সিপিএম ও জাতীয় কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে। লেখালেখি বন্ধ করাবার নেশায় মত্ত হয় উঠেছে। অন্যদিকে তৃণমূল–কংগ্রেস অভিযোগকে অস্বীকার করে বলেন সিপিএম ও কংগ্রেসে দেওয়াল লেখার মতো কোনও কর্মী জুটছে না। তাই ভোট এসে গিয়েছে দেওয়াল লেখার কাজ এখনও বাকি সেই আক্রোশেই তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।

ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবায় সংঘর্ষের আশঙ্কা

কুনাল মালিক : নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমার ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব, গোসাবা, বাসন্তী এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী বিভিন্ন বিধানসভা এলাকাতে টহল দিলেও, মানুষ অবাধে ভোট দিতে পারবে কিনা সন্দেহ দানা বাঁধছে। রাজ্য গোয়েন্দা সূত্রের খবর ক্যানিং মহকুমার কয়েকটি বিধানসভা এলাকায় গোপনে বেআইনি অস্ত্র মজুত হয়েছে। অন্য একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অত্যাধুনিক সকেট বোমাও সুন্দরবন এলাকায় চোরাপথে ঢুকছে। নির্বাচনের দিন এবং ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক সংঘর্ষে এগুলি ব্যবহার হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে গোয়েন্দারা। গত বুধবার সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলিপুরে নির্বাচন আধিকারিকরা একটি সভা করেন। এদিন বৈঠকে বিরোধীরা অভিযোগ করেন সুন্দরবন এলাকার ক্যানিং মহকুমার অনেক জায়গায় অবাধ ভোট করার সরকারি সচেতনতা মূলক পোস্টার ফেস্টুন টাঙানো হয়নি। অটো প্রচারও হয়নি। অনেকে অভিযোগ করেন শাসক দলের পক্ষ থেকে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিরোধীরা এদিন অভিযোগ করেন, বাসন্তীর আঠারবাঁদির ১৯টি বুথ, চড়া বিদ্যার ১৭টি বুথ, আমঝাড়ার ৬টা বুথ, কাঁঠালবেড়িয়ার ১০টি বুথ, ফুল মালঞ্চর ৬টি বুথ, ঝড়খালির ১৭টি বুথ এবং গোসাবার চুনোখালি, শামসুর, সাতজেলিয়া, পাঠানখালি, বালি–১এর ৬৩টি বুথে প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়া ক্যানিং পশ্চিমের গোলাবাড়ি, ক্যানিং পূর্বর বেশ কিছু এলাকায় গন্ডগোলের আশঙ্কা করছে গোয়েন্দা দফতর। তৃণমূল সূত্রের খবর সুন্দরবন এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। পাল্টে গিয়েছে এলাকার চিত্র। বিরোধীরা সেটা সহ্য করতে পারছে না। মানুষরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে আসছে। সিপিএম, কংগ্রেস, আরএসপি, বিজেপি জোট বেঁধে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। বাম জমানার সন্ত্রাস ফিরিয়ে আনার অপচেষ্টা করছে।

মহানগরে

এবার নির্বাচন কর্মীদের সাম্মানিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে

বরুণ মন্ডল : নিয়মের পরিবর্তন হল। নির্বাচনের কাজের টাকা এবার ব্যাঙ্কে ২০১৬–র লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত নির্বাচনের কাজে নির্বাচন কমিশন যে কর্মী নিয়োগ করত, তাদের কাজের বিনিময়ে যে সামান্য সাম্মানিক দেওয়া হত, তা কাজের প্রশিক্ষণ চলাকালীন নগদে পুরোটা মিটিয়ে দেওয়া হবে। এবার থেকে সে নিয়মের পরিবর্তন ঘটল। গত ২ এপ্রিল কলকাতায় রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু সরকার জানান, এবার থেকে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের তাদের প্রাপ্য টাকা তাদের নিজ নিজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ফলে টাকা পাওয়া না পাওয়া নিয়ে যে ছোটখাটো সমস্যা থাকত তারও সমস্যা থাকবে না এবার থেকে। এদিকে ভোটকর্মীরাও এ নিয়মে খুবই খুশি।

কলকাতা উত্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী হ্রাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর কলকাতা জেলা প্রশাসনের (নির্বাচন) আওতাভুক্ত সাতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেল। এপ্রিল থেকে মে ২০১১ রাজ্যে পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতা উত্তর ক্ষেত্রের সাতটি আসনে মোট প্রার্থী ছিল ৬৩ জন। এবার সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৫৯ জন। একটা সময় ছিল যখন নিজের পকেটের পয়সা গচ্চা দিয়ে অনেকেই ভোটে দাঁড়িয়ে যেতেন। বলাবাহুল্য এরা কোনও রাজনৈতিক দলের টিকিটে নয়, নির্দল হিসেবে লড়তেন। ইদানীং এদের আগ্রহে খানিকটা যেন ভাঁটা পড়েছে। এই নির্দলবাবুদের কথা আদৌ কি ভেবে দেখছে কমিশন।

প্রার্থী ১৬৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ষোড়ষ সাধারণ নির্বাচন ২০১৬–র প্রথম দফার দ্বিতীয় পর্ব তথা শেষ পর্বে আগামী ১১ এপ্রিল রাজ্যের তিন জেলার সর্বমোট ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ হবে। তিন জেলার মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বাকি ১৩টি কেন্দ্রের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ৫৯ জন, বাঁকুড়া জেলার বাকি ন'টি কেন্দ্রের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে ৫৪ জন আর রাজ্যের ধান্য ভান্ডার হিসাবে পরিচিত বর্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তের ন'টি কেন্দ্রের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৫০ জন। এই ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য সর্বমোট প্রার্থী ১৬৩ জন। প্রসঙ্গত এই তিন জেলায় মহিলা ভোটকর্মীদের শাড়ির রঙ হবে গোলাপী। এদিকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর (সদর) ২২৪ ও সবং ২২৬ আর বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর পূর্ব ২৭৬, জামুড়িয়া ২৭৯ ও বারাবনি ২৮৩ এই দুই জেলার পাঁচ বিধানসভা কেন্দ্রে রাজ্যের শাসক দলের হারেরপ্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আর বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর পশ্চিম ২৭৭ কেন্দ্রে রাজ্যের শাসক ভালো লড়াইয়ের সম্মুখিন।

তুবড়ি ফুটছে নেতানেত্রীদের মুখে

পার্থসারথি গুহ

এমনিতেই প্রচণ্ড গরম। তার ওপর বিধানসভা নির্বাচন। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা জুড়ে এখন বইছে তপ্ত হাওয়া। যাকে পোশাকি ভাষায় চেনা যায় লু নামে। যাদের দুপুরে বেরোতে হচ্ছে চিকিৎসকদের শত বারণ সত্ত্বেও তাদের আবার নাজেহাল অবস্থা। অবশ্য সবাইকে ছাপিয়ে যাচ্ছে নির্বাচনী উত্তাপ। একে গরম তার ওপর ভোটের আবহ, ঠিক কি আর থাকা যায়। ফলে নানা অকথা–কুকথা ঠাঁই করে নিয়েছে এবারের ভোট বাজারে। যার কিছু হাতে গরম নমুনা পেশ করা যাক পাঠকের পাতে।

প্রথমেই যে চিত্রটা সামনে আসছে তা হল এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মূলত লড়াই হচ্ছে ত্রিমুখী। লোকসভা ভোটের মতো চতুর্মুখী নয়। এর কারণটা রাজ্যের ছোট বাচ্চাও জানে। বহু যুগের ঝামেলা ঝেড়ে ফেলে 'শত্রুর শত্রু বন্ধু' আপ্ত বাক্য মেনে নিয়ে এখন সিপিএম তথা বাম এবং জাতীয় কংগ্রেস জোট বেঁধেছে। এদের একটাই আওয়াজ রাজ্য থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হঠাও, তৃণমূল তাড়াও। এই বিরোধিতার জিগিরেই দুই চিরশত্রু এক হয়েছে, সাপে–নেউলে এক হওয়ার কারবার আর কি। তা এই মহাজোটপন্থী এবং শাসক দলের নেতা থেকে ন্যাতারা বেশ কিছু উক্তি ছুঁড়ে দিচ্ছেন একে অপরের উদ্দ্যেশে। তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা যাক।

এবারের নির্বাচনে বৈরিতার নানা ছবি তো আছেই তবে বহুদিনের বাকবিতণ্ডা দূরে সরিয়ে কংগ্রেস নেতা ডা. মানস ভুঁইয়া যেভাবে সিপিএমের এবারের ভোটের প্রধান কান্ডারি ডা. সূর্যকান্ত মিশ্রকে জড়িয়ে ধরেছেন তা বেশ মুখরোচক হয়ে ফেসবুক সহ নানা সোশ্যাল সাইটে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই সামনে আসছে সূর্যবাবু সম্পর্কে মানস ভুঁইয়ার উক্তিটাও। যাতে সাফ ভাষায় মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন ১৯ মে'র (ফল ঘোষণার দিন) পর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসবেন সূর্যকান্ত মিশ্রই। মানসবাবুর এই মন্তব্যে বেজায় চটেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। আগ বাড়িয়ে সূর্যকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়তো তাঁর সুপ্ত ইচ্ছায় আঘাত হেনেছে। যদিও জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন এই প্রশ্নের উত্তরে একাধিকবার অধীরবাবু বলেছেন তিনি সাংসদ, বিধানসভায় লড়ছেন না। তবু মানসবাবুর ভূমিকায় কেন চটলেন তার উত্তর স্বয়ং তিনিই দিতে পারবেন। আবার ভোটের মাঝে এসে মানস ভুঁইয়ার এই ডিগবাজিও কেমন যেন ঠেকছে রাজ্যবাসীর কাছে। কারণ সিপিএম–কংগ্রেস জোট প্রক্রিয়া যখন আলোচনাস্তরে তখন মানস বারংবার বুঝিয়েছেন তিনি এই ধরণের জোটের পক্ষপাতী নন। সেই ডাক্তারবাবুর মুখেই এখন সিপিএমের ডাক্তারবাবুকে নবান্নে বসানোর ডাক। সত্যি রাজনীতি বড় বিচিত্র।

শাসক এবং বিরোধীদের যেসব কুশীলব ভোটের ময়দানে রয়েছেন তাদের মুখে নানা পরস্পর বিরোধী তোপ শোনা যাচ্ছে প্রায়শই। প্রধানমন্ত্রী মোদি রাজ্যে দুদফায় প্রচারে এসে সারদা থেকে নারদা, মায় ব্রিজ ভাঙা নিয়ে বেজায় আক্রমণ করেছেন তৃণমূল তথা মমতাকে। একই সুর সীতারাম ইয়েচুরি থেকে রাহুল গান্ধি, ঋতব্রত থেকে আব্দুল মান্নান সকলের কণ্ঠেই।

অর্থাৎ সরকার এবং তার নেতামন্ত্রীদের দুর্নীতির কথা ফলাও করে প্রচার করা। এটা বাস্তব 'পড়ে পাওয়া' সুযোগ হাতছাড়া করে এমন আহাম্মক আছেটাই কে। কংগ্রেস নেতা অরুনাভ ঘোষ যিনি এবার প্রার্থীও বটে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুর্শিদাবাদে করা একটি বক্তৃতাকে হাতিয়ার করেছেন। উল্লেখ্য। মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস–সিপিএমের জোট বাধাকে সিরাজ–মিরজাফর–এর এক হওয়ার সঙ্গে তুললা করেছেন। জবাবে অরুনাভবাবু মমতাকে বঙ্গভঙ্গকারী লর্ড ক্লাইভ বানিয়ে দিয়েছেন। এই অভিধাও ভোটের বাজারে এক প্রাপ্তি।

যদিও যাবতীয় বিরোধী আক্রমণ ভোঁতা করতে নিজের সততাকে কার্যত বাজি রেখেছেন মমতা। তাঁর কথায়, ২৯৪ আসনে কে দাঁড়াল তা বড় কথা নয়, ভোট দিন আমাকে দেখে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ৯ এপ্রিল – ১৫ এপ্রিল, ২০১৬

মমতা 'বধে'র চিত্রনাট্য

সংসদীয় রাজনীতিতে, ভোট রাজনীতিতে রাজনৈতিক সৌজন্যতার মুখোশ খুলে যায় নির্বাচনের সময়। এবার রাজ্যে অনেকগুলি দফায় ভোট গ্রহণপর্ব এখনো বাকি আছে। প্রথম পর্ব শান্তিতে মিটলেও প্রকৃতির সঙ্গে ভোটের উত্তাপ বাড়ছে। বাম–ডান, ধর্মনিরপেক্ষ–অনিরপেক্ষ বলে কথিত কোনও দলই কম যায় না।

এ রাজ্যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে ভোট হলেও একই দলের একাধিক মুখ এবারের ভোটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক অজুহাত বরাবরই সবার জন্য নির্ধারিত। পরিস্থিতির 'চাপে' সবাই জোট বাঁধেন এবং জোট ভেঙে থাকেন। কং–কমিউনিস্ট জোট নীতিযুক্ত কিংবা বিযুক্ত কিনা তা তর্কের হলেও এবারের ভোটে নেতিবাচকের থেকে ইতিবাচক দিকে পাল্লা ভারী। বিগত পরিবর্তনের ভোট ছিল মূলত অনুন্নয়ন কেন্দ্রিক। এবারের ভোট উন্নয়ন বনাম উন্নয়ন। বিগত বাম শাসন বনাম মমতা রাজ।

এবারের ভোট ত্রিমুখী, কোনও কোনও ক্ষেত্রে চতুর্মুখীও বটে। বন্ধুত্ব কোথাও কোথাও শত্রুতার মুখোশে ধরা দিয়েছে। প্রযুক্তির সঙ্গে লেনাদেনার সাংবাদিকতাও যুক্ত হয়ে গিয়েছে রহস্যময়ভাবে। উড়ালপুল বিপর্যয়ের মতো আর কোনও ম্যানমেড ভোট দুর্ঘটনা ঘটবে কিনা এখনো জানা নেই। সবচেয়ে রহস্যময় এবারের ভোটে মমতা 'বধে'র চিত্রনাট্য। ক্ষমতা দখলের 'ঐক্যবদ্ধ' চিত্ররূপ। ভোটের দিনক্ষণ থেকে যখন বোধনের ঢাক বেজে উঠেছে সে সময়ই 'নারদ' ভিডিও রিলিজ করল। তৃণমূলের অন্দরে বাজনদারদের দল যেন প্রস্তুত ছিল। সাধারণ নাগরিকরা দেখল তৃণমূলের জনৈক 'ইতিহাসবিদ–শিক্ষাবিদ' সাংসদ হঠাৎই অতিসক্রিয় হয়ে তদন্তের দাবি তুলে নিজেকে 'সৎ' প্রমাণের চেষ্টা করলেন। এর পরে পরেই এক প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মমতার দলের সাংসদ হঠাৎই দল বিরোধী ভূমিকা নিলেন। এগুলি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। এই চিত্রনাট্য প্রস্তুতিতে অনেক টাকার খেলা হয়নি তো ক্যামেরার পিছনে? এমন ভাবনা কিন্তু অনেক রাজনীতি সচেতন মানুষই ভাবছেন। বসুবাড়ীর এই বৈদগ্ধ সাংসদ–এর নিজস্ব স্বচ্ছতা নিয়ে কিন্তু জনমনে অনেক প্রশ্ন। দুর্নীতি সবসময়ই নিন্দার বিষয় এটা নতুন কোনও বিষয় নয়। কিন্তু যাঁদের মমতার ছবি ছাড়া একটি ভোট অর্জন করা সম্ভব নয় তারা যখন মমতার দুঃসময়ে পাশে না দাঁড়িয়ে হঠাৎ সৎ হয়ে ওঠেন ভীষণভাবে তখন প্রশ্ন জাগে গোপন আঁতাতের সম্ভাবনার। মমতা সভামঞ্চে ভুল স্বীকার করেছেন হয়ত এইসব ক্লাইভ ভক্তদের কথা মাথায় রেখেই। রাজ্যবাসী সমস্ত কিছুই দেখছেন, ভাবছেন মিলিয়ে নিলেন তাঁদের জীবন অভিজ্ঞতায়। তবু পশ্চিমবঙ্গ 'দখলে'র জন্য নাটকীয় নানা মোড় প্রকট হয়ে উঠেছে। অভিমন্যু মমতার দিকে তাকিয়ে রাজ্যবাসী।

অমৃত কথা

মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার সাধন প্রণালী কিরকম?

যার বাজনা শিখতে শখ হয়, সে তক্তা পিটে বাজনা শেখে। মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যার মন ব্যাকুল হয়, স্বয়ং ঈশ্বর এসে তাকে সাধন প্রণালী শিখিয়ে দেন।

সংসারীদের উপায় কি?

সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরীয় কথা শোনা, আর সদগুরুর কাছে উপদেশ নেওয়া। তবে সদগুরুর লক্ষণ আছে–যে কাশী গিয়েছে আর দেখেছে, তার কাছেই কাশীর কথা শুনতে হয়। গুরু পণ্ডিত হলে কি হবে? যার সংসার অনিত্য বলে বোধ হয়নি, সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ নেওয়া উচিত নয়। যার বিবেক বৈরাগ্য আছে, সেই উপদেশ দিতে পারে।

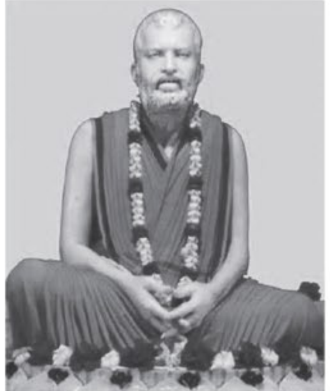

সাধু চেনবার উপায় কি?

কামারশালার হাপোরখানায় বসলে ঠাণ্ডা শরীর গরম হয়, তেমনি যার কাছে থাকলে ধর্মভাবের সঞ্চার হয়–তিনিই সাধু।

ত্যাগীর পক্ষেই গেরুয়া, যাদের ভেতর–বার এক হয়ে গিয়েছে, আসক্তির লেশমাত্র নেই তারাই গেরুয়া পরার যোগ্য পাত্র।

প্রকৃত সাধু দর্শনের উপায় কি?

সূর্যকে মশালের আলোতে দেখতে হয় না। তেমনি যেখানে জ্ঞান–সূর্য উদয় হয়, সেখানে সাধু সন্ন্যাসী তাঁর দর্শন পায়।

সংসারে থেকে কি ঈশ্বর লাভ হয়?

আন্তরিকতা থাকলে সংসারে থেকেও ঈশ্বর লাভ হয়। আমি ও আমার এইটাই অজ্ঞান। হে ঈশ্বর তুমি ও তোমার এইটাই জ্ঞান।

সংসারে জ্ঞানীর লক্ষণ কি?

হরিনামে ধারা আর আনন্দ, তাঁর মধুর নাম শুনলেই শরীরে রোমাঞ্চ হয়, আর দুনয়নে ধারা বের হয়।

সংসারীদের মনে ত্যাগ, সংসার ত্যাগ নয়। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে আন্তরিকতার সঙ্গে চাইলে তাঁকে পাওয়া যায়।

সংসার আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানের তফাৎ কি?

দুই–ই এক জিনিস। এটিও জ্ঞান–ওটিও জ্ঞান, তবে সংসারে জ্ঞানীর ভয় আছে। কামিনী–কাঞ্চনের ভেতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যতো সেয়ানাই হও না কেন, কালো দাগ একটু গায়ে লাগবেই।

ফেসবুক বার্তা

ইংরেজ আমলে তৈরি মালগাড়ির বগি পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রে টিকিট কাউন্টারের জায়গা নিয়েছিল। এরকম ছবি দেশের নানা প্রান্তে চোখে পড়েছে। ফেসবুকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠিক স্থান পেয়েছে এই বগিরূপ কাউন্টার।

সুস্থ জীবনের শৈলীতা না বাস্তুতন্ত্র হত্যা

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

নিয়মিত ব্যায়াম–প্রাণায়াম–ধ্যান, সুস্থ সবল জীবনে শান্তির সন্ধান। মানুষের ক্লান্তি দূর করে স্ফূর্তিতে কাজ করার ইচ্ছা যোগায়। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার কর্মীদের অফিসে প্রাণায়াম ধ্যানযোগের নিয়মিত ক্লাস হয়। এই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার কাজে আমাদের দেশে বহু বেকার ছেলেরা যুক্ত রয়েছে। অর্থ উপার্জন করে সংসার চালাচ্ছে। জাতীয় আয়ের সাথে এই উপার্জন যুক্ত না হলেও চাকুরির বদল বিকল্প কর্মসংস্থান করে দিয়েছে ভারতের প্রাচীনতম এই আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভের শিক্ষণ। এই শিক্ষার নাম করে ভারতীয় আধ্যাত্মিককতার ঐতিহ্যকে 'ক্যাশ' করে গুরুবাবাদের 'ভেক' ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। নামকরণ হয়েছে আর্ট অফ লিভিং অথবা যোগ সাধনা শিবির। সাদা গেরুয়া বসনে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে গুরু দর্শন দেন। এরাই আবার স্বঘোষিত যোগ ধ্যানের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডার। কোটি কোটি টাকা এদের পায়ে পড়ে। বড় বড় ফেস্টুন ফ্লেক্স হোর্ডিংএ ১০০ থেকে ৫ হাজার টাকা টিকিটে এই গুরুবাবারা শান্তির স্পর্শ অথবা পেট নাচানোর যোগ করান। নিম্নবিত্ত মানুষের বিনি পয়সায় যোগগুরুর সান্নিধ্য নিষিদ্ধ। জ্যোতিষী ভগবানের উর্দ্ধে এই যোগগুরুরা মর্তের ভগবান। কেন্দ্রীয় সরকার এই যোগগুরুর মহিমা বর্ণনার জন্য পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করতে পারে। এই ভগবানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশন তো কোন ছাড় বিচার বিভাগেরও নেই। কর ফাঁকি দিলে সরকারের মন্ত্রীরা বলেন, ফাঁকি নয় ওরা মানব সেবায় অনুদান নিচ্ছে। ইংল্যান্ডের সুরম্য দ্বীপ কিনলে বলা হয় হিমালয় পর্বতে পাদদেশে যা দূষণ তাতে ধ্যান যোগ করা যায় না। অতএব বিদেশে দ্বীপে গিয়ে নির্জনে ধ্যানে মুক্তির চিন্তা। অধমের জানা নেই। বিদেশে কর ফাঁকি দিয়ে ধরা পড়লে সালোয়ার কামিজ পড়ে যোগগুরু পালিয়ে যেতে পারেন কিনা! যোগীপুরুষরা চাইলে 'আর্ট অফ লিভিং' বা বেঁচে থাকার শৈলীতা শেখার নামে বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস বা হত্যা করতেই পারে! বিদেশ থেকে বেঁচে থাকার ক্লান্তি দূর করে শান্তির সন্ধানে ভক্তরা আসছে বলে কথা। মহাযজ্ঞে পরিবেশ নষ্ট ধ্বংস হলে কার কি এসে যায়! কিছু বিত্তবান যোগীর শিষ্যরা তো আনন্দে মশগুল থাকবে! গত ১১ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ দিল্লিতে যমুনা নদী সংলগ্ন এলাকায় বিশ্ব সংস্কৃতির মেলার নামে যে মোচ্ছব হয়ে গেল ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েও যমুনার দূষণ পরিষ্কার করা সম্ভবপর নয়। এমনিতেই ১২৪টি নালা থেকে কোনও প্রকার পরিশুদ্ধিকরণ ছাড়া প্রতিদিন নোংরা জল যমুনার জলে মিশে জলকে দূষিত করছে। বিশ্ব সংস্কৃতির মিলনোৎসবের নামে কয়েকদিন ধরে ৩৭ হাজার শিল্পী প্রতিদিন ও স্বেচ্ছাসেবকদের বর্জ পদার্থ যমুনার জলকে যথেষ্ট দূষিত করেছে। পরিবেশবিদদের মতে যমুনার জলে যে এনজাইম রয়েছে তা মানব জীবনের হজম শক্তির জন্য অত্যন্ত

প্রয়োজন। কিন্তু দিল্লির রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার জলের বিশুদ্ধতা রক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন। দিনের পর দিন যেভাবে যমুনা নদীর জল দূষিত হয়ে পড়ছে অদূর ভবিষ্যতে দিল্লিবাসীদের জল সংকট বাড়বে তো কমবে না।

আর্ট অফ লিভিং এর নাম করে তিন দিনের উৎসবে যমুনার শুধু ক্ষতি করা হয়নি। নদী উপকূলবর্তী এলাকায় ফসলী জমি এবং মাটির উর্বরতা শক্তিকে ধ্বংস করা হয়েছে। বিশ্ব সংস্কৃতি উৎসবের এলাকাস্থল কয়েকশো বছর ধরে ২০০র বেশি কৃষক পরিবার বসবাস করত। মুঘল শাসকদের আমল থেকে এই অঞ্চলে কৃষকরা বংশানুক্রমে জমিতে চাষ আবাদ করে আসছে। ব্রিটিশ শাসকদের সময়ে নদী তীরবর্তী এলাকা সুরক্ষিত ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্থানীয় কৃষকদের চাষের জন্য জমির অধিকার এবং বসবাসকে আসনগতভাবে বৈধতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অতীতে চাষবাসের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার কীটনাশক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল যমুনার জলকে রাসায়নিক দূষণ থেকে রক্ষা করা। বর্ষার সময় যমুনার পলি জমিতে গম, কড়াই, সরিষা কড়াই চাষ হয়। চাষিদের সারা বছরের আয় হয় এইসব ফসল চাষ করে।

বিশ্ব সংস্কৃতি উৎসবের স্থানীয় কৃষকদের কোনওপ্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়ে তাদের ঘর বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। এইভাবে ১২ হাজার হেক্টর জমি রবি শঙ্করের সংস্থা অধিগ্রহণ করে। অথচ স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলি নির্বিকার থেকেছে। কংগ্রেস যমুনার জল দূষণ নিয়ে প্রথম দিকে সোচ্চার হলেও কৃষক উৎখাতের বিরুদ্ধে মুখ খোলে নি। বিজেপি রবিশংকরের সংস্কৃতি উৎসবকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তার দল আম আদমি পার্টি কৃষি জমি ধ্বংস এবং কৃষকদের উৎখাতের বিষয়টি নিয়ে কোনওভাবেই বিতর্কে জড়াতে চায় নি। দিল্লি হাইকোর্ট রবিশংকরের সংস্কৃতি উৎসবের নামে পরিবেশ হত্যাকে 'বাস্তুতন্ত্রের বিপর্যয়' বলে রায় দিলেও কৃষক উৎখাতের বিষয়টি সম্পর্কে কোনও প্রকার উচ্চবাচ্য করে নি।

রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এই উৎসবে উপস্থিত না থাকলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় সরকার পরিবেশ রক্ষা এবং কৃষক স্বার্থ রক্ষায় কতটা উদাসীন। নির্বাচনে জয়লাভের জন্য আর্ট অফ লিভিং কর্তৃপক্ষের যমুনা ধ্বংসের তান্ডবকে যেভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হল তা থেকে পরিষ্কার কেন্দ্রীয় সরকারের গঙ্গা যমুনার পবিত্রতা রক্ষার বিষয় ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজ্ঞাপনী প্রচার শূন্যগর্ভতা ছাড়ার আর কিছুই নয়। যমুনা নদী ধ্বংস হলে তার দায় কারা নেবে রবিশংকরের মতন যোগী পুরুষেরা না কেন্দ্রীয় সরকার?

আর্ট অফ লিভিং–এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তারা কোনওভাবেই যমুনা নদী এবং সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ ধ্বংস করে নি। পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ নির্মাণের জন্য চট–কাদা মাটি ব্যবহার করেছে। দেশ বিদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের প্রাকৃতিক কাজকর্মের জন্য ৬৮০টি টয়লেট তৈরি করা হয়েছিল। এই সংস্থা পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে নিজের আন্তরিকতা প্রমাণ করার স্বার্থে যুক্তি খাঁড়া করেছে যে, যমুনা নদীর পরিশুদ্ধতা রক্ষায় তাদের দায়িত্ব রয়েছে। এই কারণে ২০১০ সালে 'মেরি দিল্লি মেরি যমুনা' স্লোগানে যমুনা নদী আবর্জনামুক্ত করার অভিযান করেছিল। সারা দেশে ১৭টি নদীর দূষণ রোধের ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগের সমর্থনে কর্নাটক হাইকোর্টের প্রশংসার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। পরিবেশ রক্ষার ব্যাপার তারা যদি এতই দায়বদ্ধ তাহলে এই নদী তীরে কেন সংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করা হল? উৎসব শেষ হওয়ার কয়েকলক্ষ মেট্রিকটন বর্জ কিভাবে নষ্ট করা হল? তার কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। উৎসব শেষ হওয়ার পর 'আর্ট অফ লিভিং' কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে যমুনার দূষণের পরিমাণ কেন মাপা হল না? সংস্কৃতি উৎসবের কয়েক দিন পরে যমুনা তীরে প্রতিনিধিদের ঢোকার ১১ নং গেট থেকে একটি পুরুষের পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। দেহটি কার দিল্লি পুলিশ এখনও তার হদিশ পায় নি।

আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি ঋষিরা সুস্থ সবল মনের প্রশান্তির জন্য নদ–নদীর মুক্ত পরিবেশে প্রাণায়াম, ধ্যান যোগের অভ্যাস, চর্চার পরামর্শ দিতেন। নদীর জলে স্নান করে ক্লান্তি দূর করে মানসিক পবিত্রতা রক্ষার পরামর্শ দিতেন। তাদের কাছে মানব মুক্তির ভাবনার উচ্চনীচ ভাব ছিল না, সবার মঙ্গলসাধন ছিল তাদের সাধনার পরম উদ্দেশ্য। এ যুগের যোগীবাবারা মানব মুক্তির ক্যাচ লাইন ব্যবহার করে নিজেদের শিষ্য সংখ্যা বাড়িয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা ফাঁদে। জল–জমি–জঙ্গল ধ্বংস হোক, পেটে লাথি মেরে জমি থেকে উচ্ছেদে এই পূজনীয় যোগী বা গুরুবাবাদের কিছু এসে যায় না। তাদের আশীর্বাদ পুষ্ট নেতারাই মন্ত্রী হয়ে গুরুবাবার চরণধূলো মাথায় মাখবে। এইভাবে বক ধার্মিক যোগী গুরু ও তাঁর জুয়াচোর চ্যালা চামুন্ডারা ভারতের কাশী মথুরা বৃন্দাবন সহ দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত তীর্থস্থানগুলি মন্দির নির্মাণের নাম কৃষি জমি জঙ্গল ধ্বংস করে চলেছে। অথচ সরকার চুপচাপ অনুমতি দিয়ে যাচ্ছে। তথাকথিত ধর্মসংস্কৃতির নাম করে। এই ভ্রষ্টাচার কবে বন্ধ হবে?

গেরুয়া অথবা শ্বেত শুভ্র বস্ত্রের ভেক ভুলে একটু ভাবুন এই বস্ত্র ধারণ করার জন্য ত্যাগের স্পর্ধা, কাঞ্চন অর্জনের সুখভুলে মানবজীবন–প্রকৃতির রূপ–রস–গন্ধ–স্পর্শে শান্তির সুস্থায়ী উন্নয়ন বিকাশ।

নির্বাচন কমিশনের অবাধ ভোট ভাবনায় বাধা হল করে খাওয়া রাজনীতি

নির্মল গোস্বামী

খুব ছোট বেলায় দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো থাকত। সেটা ছিল এইরকম একজন রাজা–রানী তাদের ছেলেকে কাটছে। মাথার উপর করাত বসানো, রক্ত ঝরে পড়ছে। একদিকে বাবা একদিকে মা করাত ধরে টানছে। মা বলেছিলেন এই দেখ বাবা দাতা কর্ণের ছবি। কর্ণ কত বড় দাতা তা পরীক্ষা করার জন্য ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে নারায়ণ এসে নর মাংস খেতে চাইলেন। কর্ণ এবং তার স্ত্রী তখন আপন পুত্রকে কেটে রান্না করে খাওয়ালেন। পরে দেখা গেল ছেলে খেলতে খেলতে ঘরে আসছে। নারায়ণ আপন স্বরূপে দেখা দিয়ে কর্ণের জয়ধ্বনি করে ফিরে গেলেন। এরকম পট আমরা ছোট বেলায় প্রায় সকলেই দেখে থাকব। এ থেকে আমরা তৎকালীন রাষ্ট্রের আইন–কানুন সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। তা হল যে পিতা মাতার অধিকার ছিল তার নিজের সন্তানকে মারার। নিজের সন্তানের প্রতি বাবা মা কেমন আচরণ করছে তা নিয়ে রাষ্ট্র মাথা ঘামাত না। সেই মহাকাব্যিক যুগকে ৫০০০ বছর পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে এসেছি সেই ভারতভূমিতে যেখানে রাজতন্ত্র আর নেই। এখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। আধুনিক গণতন্ত্রে মানবিকতার নতুন নতুন পাঠ আমরা শিখছি। সন্তানের উপর পিতামাতার সম্পূর্ণ অধিকার আর নেই। হত্যা করা তো দূরের কথা সন্তানকে প্রতিপালনে যদি ত্রুটি থাকে তবে আইনত সেই পিতামাতা অপরাধী। মা অভাবের তাড়নায় আপন সন্তানকে বিক্রি করতে চাইলে তাও অপরাধ। আমরা এখন খোঁড়াকে খোঁড়া, কানাকে কানা বলতে পারি না সমাজে। প্রতিবন্ধীকে প্রতিবন্ধী না বলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা স্পেশ্যাল বলতে হয়। স্কুলের শিক্ষক ছাত্রকে আর মারতে পারবে না। এমনকি বকাঝকা করতে হবে অত্যন্ত সচেতন ভাবে। সেখানে এমন শব্দ চয়ন করতে হবে যাতে করে শিশু মননে আঘাত না লাগে। 'বোকা' 'গাধা' এসব শব্দ ব্যবহার করা চলবে না। দৈহিক যন্ত্রণার কথা বাদই দিলাম। স্বামী যদি স্ত্রীকে মানসিক যন্ত্রণা দেবার মতো আচরণ করে তবে তাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আরও প্রচুর উদাহরণ আছে যা থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিসর কত বেড়েছে। এবং রাষ্ট্র ও আইন দ্বারা সেই ক্ষেত্রকে রক্ষা করারও সুব্যবস্থা হয়েছে। মোদ্দা কথা হল তুমি ভাত কাপড় দেবে বলে হয় কথায় নয় কথায় 'কিল' মারবে সেটি হবে না। কি স্বামী–স্ত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কি নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য।

যে স্বামী তার স্ত্রীর যাবতীয় খরচ বহন করে সেই স্ত্রীর উপর তার শাসনের অধিকার থাকবে না এটা কি সহজে মানা যায়। ঠিক তেমনি ভাবে রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত নাগরিক সব অধিকারকেও মানতে পারে না শাসক শ্রেণী। এই না মানতে পারার মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ যখন ঘটে তখন সেটাই হয় স্বৈরাচার। একজন নাগরিকের স্বৈরাচারী হবার যত না সুযোগ থাকে তার থেকে বেশি সুযোগ থাকে শাসকের। ব্যক্তি স্বৈরাচারী হলে তাকে দমন করার সকল পন্থাই থাকে শাসকের হাতে। কিন্তু শাসক স্বৈরাচারী হলে তাকে দমাবার বা থামাবার একমাত্র পন্থা হল ভোটে হারিয়ে গদিচ্যুত করা। আর দ্বিতীয় কোনও পন্থা নেই।

এই যে সামাজিক পরিসরে, পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে তার মূলে আছে গণতন্ত্রের প্রসার। গণতন্ত্র আর মানবতা পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে। গণতন্ত্রের পরিসর যত বাড়বে, মানবিকতা তত বিকশিত এবং রক্ষিত হবে। সামাজিক, পারিবারিক ক্ষেত্রে এই যে একতরফা অধিকার বোধের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে তার কারণ জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মানসিকতার প্রভাব বৃদ্ধি হয়েছে। গণতন্ত্র শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক একটি পদ্ধতি মাত্র নয়। এটা এক ধরনের জীবন বোধও বটে। আমাদের রাজ্যের অবস্থাটি বাকি ভারতবর্ষ থেকে আলাদা। আমাদের রাজ্যে জীবনবোধে যতটা গণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে ততটা নয়। আর বাকি ভারতবর্ষ জীবনবোধে ততটা গণতান্ত্রিক নয়। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে অনেক উদারভাব।

তাই ওই সব অংশে ভোটগ্রহণ নিয়ে তত গন্ডগোল হয় না। কিন্তু আমাদের রাজ্যে ভোট জালিয়াতি করার একটা ধার যেন প্রচলিত হয়ে গিয়েছে যা থেকে আমরা বের হতে পারছি না বা বের হতে চাইছি না। এ বিষয়ে আমাদের প্রচলিত ধারণা হল যে সরকারি উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে যারা লাভবান সেই অংশই সরকারকে টিকিয়ে রাখতে চায়। অর্থাৎ যারা কন্যাশ্রীর টাকা পেয়েছে, যেসব ক্লাব পরিচালক অনুদান পেয়েছে, যে ইমামরা ভাতা পেয়েছে, যারা সাইকেল পেয়েছে যারা বিভিন্ন ভূষণে ভূষিত হয়েছেন, যারা যুবশ্রী হয়েছেন, যারা দুটাকা কেজি দরে চাল গম পাচ্ছে তারাই এই সরকারকে টিকিয়ে রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

একথা ঠিক যে, যারা অনুদান পেয়েছে তাদের মনে একটা ভয় থাকে। যদি অন্য সরকার এলে এই সব অনুদান বন্ধ করে দেয়। এই জন্য তারা চলতি সরকারের পক্ষ নেয়। এই উন্নয়ন হল অস্থায়ী উন্নয়ন। এবং উন্নয়নের প্রচারই সরকারের লক্ষ। কোটি কোটি টাকা বিজ্ঞাপন খরচা হয়। বিগত পাঁচ বছরের আর একধরনের উন্নয়ন ঘটে গিয়েছে নিঃশব্দে। সেটা শাসকদলের প্রার্থীদের ঘোষিত সম্পদের দিকে তাকালে বোঝা যায়। জঙ্গল মহলের এমএলএ'র পাঁচ হাজার ৪০০ গুণ সম্পদ বেড়েছে পাঁচ বছরে। মা, মাটি, মানুষের দলের বেশির ভাগ প্রার্থীরাই কোটিপতি। নাকি নেতাদের দিদির আত্মীয় স্বজনদের সম্পত্তির পরিমাণ দেখলেই বোঝা যায় সরকারি উন্নয়নের পরও আর এক ধরনের উন্নয়ন হয় দলের নেতা কর্মীদের। চাকরি থেকে ব্যবসার বরাত সবই হয় রাজনীতির লোকের প্রভাবে। আর এই প্রভাবের পরিণামে নেতাদের লাখ লাখ টাকা নেওয়ার ছবি আমরা দেখলাম। এমনি একটা অকথিত উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলে সরকারি দলের নেতাকর্মীদের ঘিরে। তাদের যে উন্নয়নটা হয় তা হল স্থায়ী উন্নয়ন। তারা যে সম্পদ অর্জন করে তা কয়েক পুরুষ বসে খেতে পারে। আর এমনই এক অঘোষিত কর্মযজ্ঞের হবিতে পুষ্ট হয় কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে পুঁজিপতি হয়ে গেল। বর্তমান সরকারি দলের একজন গ্রামস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত কয়েক লক্ষ কর্মীদের নেতাদের এমনিই এক নিঃশব্দ উন্নয়ন ছুঁয়ে গিয়েছে। তারাই কিন্তু বেশি ভীত কারণ তাদের আহৃত সম্পদ সবটা আইনি পথে হয়নি তাই সরকার যদি না থাকে তবে তাদের রক্ষা করবে কে? তারাই মূলত ভোটের বাজারে অনাহ্যভাবে বাজিমাত করতে চায়। সঙ্গে পায় সামাজিক প্রকল্পের সুবিধাভোগী কিছু মানুষকে।

নিজেদের গরজে এরা মাতব্বরী করে। এরা বোমা বানায় বেআইনি অস্ত্র মজুত করে। প্রয়োজনে নিষিদ্ধ সংগঠনের সাহায্য নিতেও পিছপা হন না। আবার ক্ষমতা দখলে রাখতে এরাই সর্বোচ্চ নেতাদের সম্পদ হয়ে ওঠে। ফলে আজ একটা সরকার মানে শুধু সরকারি উন্নয়নের কর্মেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তার দলের লোকেদের উন্নয়নও সরকারি ক্ষমতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই ভোটগ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এরা চায় না। কারণ এরা জানে যে মানুষ দু টাকা কেজি চাল পাচ্ছে সেই আবার চারপাশে চেয়ে দেখে নেতারা কী পেল, কতটা পেল? নেতারা জানে জনগণের দিকে কতটা পাই দিয়ে তারা কত ক্রোড় কামিয়েছে তা জনগণ দেখেছে। তাই তাদের উপর ভরসা নেই। ফলে সুযোগ পেলে ধমক দাও, ভোট দিতে যেতে বারণ কর। প্রয়োজনে ভোটার কার্ড জমা দিয়ে দাও, সঙ্গে জব কার্ডটাও। এই করে খাবার উপায় থেকে রাজনীতিকে বের করে আনা না যায় তাহলে রাজনৈতিক পরিসরে গণতান্ত্রিকতাও ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমরা যতই নির্বাচন কমিশনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি না কেন?

যে স্বামী তার স্ত্রীর যাবতীয় খরচ বহন করে সেই স্ত্রীর উপর তার শাসনের অধিকার থাকবে না এটা কি সহজে মানা যায়। ঠিক তেমনি ভাবে রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত নাগরিক সব অধিকারকেও মানতে পারে না শাসক শ্রেণী। এই না মানতে পারার মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ যখন ঘটে তখন সেটাই হয় স্বৈরাচার।

এগিয়ে সওকাত মোল্লা

সুজাউদ্দিন গাজী : গত কয়েকদিন ধরে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত এলাকাগুলিতে ঘুরে মালুম পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম যে হাওয়া কোনমুখী। আরও নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয় ঠিক হাওয়া নয় ভোট বাজারের টাটকা বিতর্কটা এখানে কতটা কাজ করছে। তার উত্তর খুঁজতে এই প্রতিবেদন লেখার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। লিখতে বসে এখানেও একটা এক্স ফ্যাক্টর কাজ করছে তার নাম তৃণমূল। শ'খানেকের বেশি লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বেশিরভাগ লোক বলেছে ক্যানিং পূর্বে সওকাত মোল্লার জয় সুনিশ্চিত। তাদের মধ্যে আর এক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি ধনঞ্জয় হালদার বলেন, সওকাত মোল্লা এলাকায় প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। সওকাত মোল্লা ৬০–৭০ হাজার ভোটে জিতবে। এদিকে নির্বাচনকে ঘিরে চলছে কর্মিসভা, পদসভা হচ্ছে অঞ্চলে অঞ্চলে। ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচুর যুবক নেমেছে সওকাত মোল্লার পক্ষে। মূল লড়াই সিপিএমের প্রার্থী আজিজুর রহমানের সঙ্গে। সওকাত মোল্লার জয় যেন শুধু সময়ের অপেক্ষা। জনমত সমীক্ষায় এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এককথায় তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা মরিয়া জয়ের জন্য। প্রায় শতাধিক তরুণ এবার সওকাত মোল্লাকে জেতাতে ক্যানিংয়ে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়াচ্ছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা প্রচার করে চলেছে। তাদের একটাই স্লোগান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্তিশালী করতে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে সিপিএমকে হঠাও, সওকাত মোল্লাকে জেতাও।

সওকাতবাবুর বিশাল জনপ্রিয়তার কাছে সিপিএমের প্রার্থী আজিজুর রহমান পাল ছেড়া নাবিকের মতো দিশেহারা। সিপিএমের এখন কি করা উচিত তা তারা ঠিক করতে পারছে না। ক্যানিং এলাকার মানুষ বলেছেন হিংসা দিয়ে মানুষের ভালবাসা জয় করা যায় না। তাই পরিবর্তন এসেছে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকার মানুষের মনে। গোটা ক্যানিংয়ের জীবনতলা অঞ্চল ঘুরে বোঝা গেল তাদের ঘরের মানুষ ও কাজের মানুষকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে আনতে। ক্যানিংয়ের মানুষেরা খুশিতে দিন গুনছে ১৯মে দিনটির জন্য।

ক্যানিং পূর্ব

দীর্ঘদিন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায় এমন কিছু কাজ করেননি যা এখন ফলাও করে বলা যায়। কিন্তু সওকত মোল্লা জিতলে কাছে পাবেন আবার হারলেও সব সময় তাকে পাবেন। দরকার হলে এলাকার মানুষের জন্য সওকাত মোল্লা জীবন দেবেন। তবু এলাকার মানুষকে ফেলে পালিয়ে যাবে না। সওকাত বাবু দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ক্যানিং–২ ব্লকে সভাপতি ছিলেন। সুখে–দুঃখে তিনি আজীবন গরিব–দুঃখী মানুষের পাশে ছিলেন আজও আছেন। ক্যানিংয়ের জনসাধারণ বা যে কোনও লোক তার কাছে কোনও প্রয়োজনে সহজেই যেতে পারেন ও কথা বলতে পারেন। গরিব ঘেটে খাওয়া মানুষদের বিপদে–আপদে আর্থিক সাহায্য করাও সওকাত বাবুর খুব সুনাম আছে। দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়ে চলেছে। জেলার অন্যান্য আসনের মধ্যে সুন্দরবনের নজর কাড়া আসন ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা। সবাই এখন পাখির চোখ করে রেখেছে এই আসনটিতে। ক্যানিং পূর্বে ভোটাররা বললেন, যে যাই বলুক প্রচারে সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সওকাত মোল্লা। চায়ের দোকানে বসে যখন এমন তুলনা চলছে। তখন পাশে বসা কয়েকজন বললেন, শুধু প্রচারে নয়, নির্বাচনেও সবাইকে পিছনে ফেলে জয়ী হয়ে বিধানসভায় যাবে সওকাত বাবু। ভোটের অঙ্কে এবং মানুষের ভাবনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য প্রার্থী সওকাত মোল্লা। ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা নির্বাচনের লড়াই জমে উঠেছে। সেই লড়াইয়ে কে জিতবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ১৯ মে পর্যন্ত।

জোট প্রার্থীর মিছিলে লাল–তিরঙ্গার মেলবন্ধন

মেহেবুব গাজী

কাকদ্বীপ বিধানসভায় জোটের মহামিছিলে কয়েকহাজার কর্মী সমর্থকের ভিড়ে মিশে গেল লাল, তিরাঙ্গা পতাকা। তৃণমূলের অত্যাচারে চারিদিকে যেমন মানুষের রব উঠল। তখন বাম ও কংগ্রেস সমর্থিত রফিকউদ্দিন মোল্লা কাকদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিল। জোটের মহামিছিলে পা মেলালেন বাম কংগ্রেসের কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক। এই মিছিলে ছিল অগণিত মানুষের ঢল। মহিলা ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের স্লোগান ছিল চারদিকে সন্ত্রাস ধর্ষণকারী সরকার, গুন্ডারাজ আর্থিক কেলেঙ্কারি। কিছুদিন আগেই কাকদ্বীপেই নৃশংস ঘটনা ঘটেছিল। ধর্ষণ করে এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল এই সরকারের আমলে, যে ঘটনা সারা রাজ্যবাসীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই আন্দোলনকে তীব্রতর করেছিল যুবসংগঠন থেকে মহিলারা। এই জোটের মিছিলে দেখা গিয়েছিল এই সমস্ত আন্দোলনকারীদের। প্রার্থী স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন মিলছে এই মিছিলে। আগামীদিনে এই মিছিলের দৈর্ঘ্য বড় হবে বলে তার দাবি। পরিবর্তনের পরিবর্তন ঘটিয়ে জোট সরকার আগামী দিনে রাজ্যে সত্যিকারের উন্নয়ন ঘটাবে। কিছুদিন আগে নারদ ভিডিওতে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী আমলাদের

কাকদ্বীপ

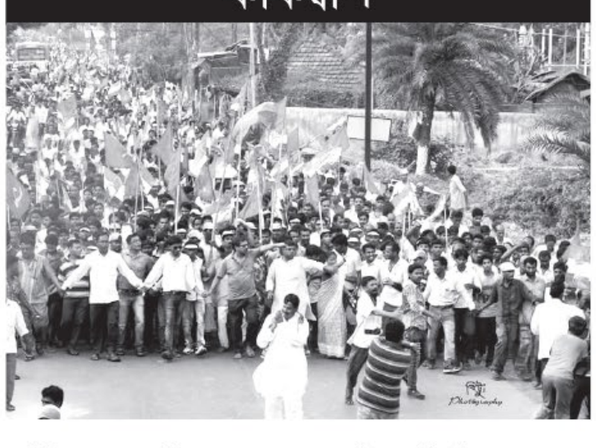

আর্থিক কেলেঙ্কারিতে দেখা গিয়েছিল ঘটনার পর অনেক মানুষ এই সরকারে ওপর আস্থা হারিয়েছে, এমনকি বেশ কিছু নিচুতলার তৃণমূল কর্মীরা দল ছেড়ে সিপিএমে যোগদান করেছে। রফিকবাবু আরও বলেন যে, তাঁরা এবং তাঁদের জোট সরকার সর্বতোভাবে মেহনতি, মৎসজীবী পরিবারের পাশে থাকবে সবসময়। স্থানীয় ডিওয়াইএফআই–র ছাত্র নেতা স্বপ্নময় সাহা বলেন, এখানে যিনি মন্ত্রী আছেন তিনি মানুষের সমস্যার কথা না শুনে তিনি নিজে সমস্যার সৃষ্টি করেন। এর পাশাপাশি বর্তমান সরকার মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ক্ষমতা দমন করে এই বাংলায়। উন্নয়নের নাম করে আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে সারদা কেলেঙ্কারি তার বড় প্রমাণ। টেট দুর্নীতি থেকে সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির আখড়া করেছে। কাকদ্বীপের মানুষ আবার ভুল বুঝে বর্তমানের জোটের সরকারকে বাংলায় নিয়ে আসবে।

অটো ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত ১

বিশ্বজিৎ পাল : মঙ্গলবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো ও মোটর বাইক সংঘর্ষ হলে মৃত্যু হয় ১ জনের এবং জখম হয় অপর ১ জন। মৃত ব্যক্তির নাম আয়ুব আলি সরদার (৫৪)। জখম আজিজুর সরদার। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার মাতলা সেতুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে

ক্যানিং

মগরাহাটের হলদিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা আয়ুব আলি সরদার ও আজিজুর সরদার মোটর বাইক করে ক্যানিং আসছিল। সেই সময় একটি অটো ক্যানিং থেকে বাসন্তী যাচ্ছিল। হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো ও মোটরবাইক সংঘর্ষ হলে মোটরবাইক থেকে ছিটকে পরে আয়ুব আলি ও আজিজুল। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে জখমদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা আয়ুব আলি সরদারকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আজিজুল সরদারের অবস্থা অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। পুলিশ জানান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো ও মোটরবাইক সংঘর্ষ হলে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং একজন জখম হয়। জখম ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

উন্নয়ন নিয়ে আশাবাদী জীবনবাবু

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে ভোটের হাওয়া এখন সরগরম। সোনারপুর দক্ষিণে তৃণমূলের প্রার্থী জীবন মুখোপাধ্যায় ভোটের প্রচারে সকাল থেকে বেড়িয়ে পড়লেন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি। লাঙ্গল বেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনগাছি, শ্রীরামপুর, বিবির চক, কামলাট, বড়গাছিয়া, ডাল পুকুর, কোচ পুকুর ঘুরলেন জীবনবাবু। গ্রামের মানুষও স্বাগত জানালো জীবনবাবুকে। তারা খুশি। এখন আর দূর থেকে জল আনতে হয় না। কুপি জ্বালিয়ে পড়াশুনা করতে হয় না। গ্রামে এখন ঢালাই রাস্তা। বর্তমানে আট ফুট ঢালাইয়ে রাস্তা দিয়ে চলছে মেশিন ভ্যান। টোটো করে প্রচার হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন জীবনবাবু এখানে তার তহবিল থেকে অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন। তবে সমস্যা এখনও কিছু রয়েছে। বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে জল জমে। মাঠে ও পুকুরের জল ভরে যায়। চলে আসে রাস্তায়। নিকাশি ব্যবস্থার হাল ভালো নয়। বেড়িয়ার মোড়ল পাড়ায় খালের উপর গড়ে উঠেছে স্কুল ও বসতি। ঠিকভাবে জল বেড়োতে পারছে না অভিযোগ জানান বাসিন্দারা। জীবনবাবুও এ সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে জানান এই নিয়ে অনেকবার পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এবারে নির্বাচনের পর এই নিয়ে জোর কদমে লাগতে হবে। জীবনবাবুর আশা এবারে উন্নয়নের জন্য অনেক বেশি ভোটে জিতবেন। সিন্ডিকেট নিয়ে জীবনবাবুর দাবি, তাঁর ওয়ার্ডে সিন্ডিকেট একেবারেই নেই। তাহলে কর্মীদের কি করে চলে? জীবনবাবুর জবাব, সবাই অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত। ঘড়িতে তখন দুপুর ১টা। গনগনে রোদ। শেষ করলেন সকালবেলার প্রচারে। ফের সন্ধ্যাবেলায় আসছি বলে জীবনবাবু ফিরলেন বাড়ির পথে।

শুধুই পাঁকের দুর্গন্ধ

প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ গত পাঁচবছরের অনুন্নয়কে হাতিয়ার করে বাজিমাত করবে। স্বাভাবিক নিয়ম বলে এবার বিরোধীদের ভোট ও আসন দুইই বাড়বে। কিন্তু হল ঠিক তার উল্টো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসমর্থন কমতে নাও পারে এই আশঙ্কা করে নিজেদের আরও ভরাডুবি থেকে বাঁচাতে অনেক প্রশ্নচিহ্ন নিয়েও জোটবদ্ধ হয়ে গেল কংগ্রেস ও বামেরা। বুঝিয়ে দিল আলাদা আলাদা লড়লে তাদের অবস্থা আগের বারের থেকেও সঙ্গীন হয়ে পড়তে পারে। এখানেই অর্ধেক যুদ্ধজয় হয়ে গিয়েছে মমতার। তবুও বাম–কং জোট মরিয়া লড়াইয়ে অবতীর্ণ। এই জোট যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি সিপিএমের বর্তমান কান্ডারি সূর্যকান্ত মিশ্র। প্রবল উৎসাহে তিনি রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। অমানুষিক পরিশ্রম করছেন জোটকে ক্ষমতায় আনতে। কিন্তু প্রায় মাসখানেক ধরে নিজেদের অজান্তেই তারা মানুষের মন ভেজাতে ব্যর্থ। সূর্যবাবুদের বক্তব্য জুড়ে শুধুই সারদা আর নারদা। মানুষ চায় ভোটের প্রচারে হোক উন্নয়নের বিচার। গত পাঁচবছর ধরে শাসক দল কতটা কি করতে পারল, বিরোধীরা কি করতে চায় সেটাই উন্নয়নশীল দেশের নির্বাচনী বক্তব্যের উপজীব্য হওয়া উচিত। কিন্তু জোটের বোলে সেসব উধাও। কোনও জনসভাতেই তারা মমতার সরকারের কাজের বিচার করছেন না। কাজের নিরিখে সরকারের বিচার করতে ব্যর্থ জোট নেতারা। এমনকি ক্ষমতায় এলে কি কি কাজ করবেন তাও খোলাখুলি বলতে পারছেন না। শুধু দুর্নীতির পাঁক ঘাঁটতে ঘাঁটতে রাজনীতিটাকেই কলুষিত করে তুলছেন। ফলে ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই সরে যাচ্ছে কাজের বিচার। উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। ফুটে উঠছে বদলা নেওয়ার বুলি। একে অপরের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন বাক্যবান। ভোট পরবর্তী আইন শৃঙ্খলায় যার প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন রাজ্যের মানুষ।

ঐক্যের বার্তা দিয়ে যৌথ জনসভা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৪৫ সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলকর্মীদের চাঙ্গা করতে তৃণমূল প্রার্থী সোনালী গুহ ও রাজ্য তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক রমজান আলি শেখ যৌথভাবে গত ২৭ মার্চ কর্মীসভায় বক্তব্য রাখলেন। প্রসঙ্গত সাতগাছিয়া কেন্দ্রে সোনালী গুহ প্রার্থী হওয়াকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন জেলা সভাধিপতির স্বামী রমজান আলি শেখ। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা তৃণমূলের সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে সে সব বিতর্ক এখন থেমে গিয়েছে। সোনালী গুহও বিরোধী দলের থেকে প্রচারে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন। গত ২৭ মার্চ সাতগাছিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন ছিল। সেখানে রমজান আলি শেখ উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। মানুষের দ্বারে দ্বারে যেতে হবে। গত পাঁচ বছরে যে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, তার প্রচার করতে হবে। বুথে বুথে গিয়ে মানুষের কথা ধৈর্য্যের সঙ্গে শুনতে হবে। তিনি জানান, যখনই কর্মীরা ডাকবেন, তিনি তখনই

আসবেন। সোনালী গুহ তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমার সঙ্গে কারও কোনও বিভেদ নেই। আমরা একটা পরিবার। এক পরিবারে থাকলে একটু আধটু কথা কাটাকাটি হতে পারে। কিন্তু কোনও অশান্তি নেই। সোনালী গুহ বলেন, আমি রমজান শেখ, চিত্ত কাড়ার, জ্ঞানানন্দ সামন্ত সবাই তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের। প্রসঙ্গ সাতগাছিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় রমজান আলি শেখকে।

গত ২ এপ্রিল সাতগাছিয়া বিধানসভার গজা পোয়ালী অঞ্চলের পাত্র পাড়ায় তৃণমূল প্রার্থী সোনালী গুহর সমর্থনে তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে এক কর্মিসভার আয়োজন করা হয়। জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের কার্যকরী সভাপতি আব্দুর রহিম খানের উদ্যোগে এই কর্মিসভায় প্রায় ৪ হাজার মানুষ সমবেত হন। জেলার সভাপতি আবুল কাশেম রাসুলী, ব্লক সভাপতি মুজিবর শাহ, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, রাজ্য তৃণমূলের সদস্য দেবপ্রসাদ মিত্র, পঞ্চায়েত সেলের চেয়ারম্যান কানাই সাঁতরা, ব্লক সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক শেখ বাপি, শেখ মান্নান প্রমুখ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। রহিমখান বলেন, কংগ্রেস ও সিপিএম সাপ–নেউলের মতো জোট করে মানুষকে ধোঁকা দিতে চাইছে। মানুষ এই জোটের বিরুদ্ধে গিয়ে উচিত জবাব দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সোনালী গুহকে পুনরায় জেতানোর ডাক দেন রহিম খান।

বাজেয়াপ্ত বেআইনি মদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশে এবার সক্রিয় রিটার্নিং অফিসারদের অভিযানকারী দল। যাদের পোশাকি নাম ফ্লাইং স্কোয়াড, স্ট্যাটিক সারভিলেন্স টিম ইত্যাদি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ মহকুমার অন্তর্গত নামখানার ফ্লাই স্কোয়াডের সাম্প্রতিক এমনই এক অভিযানে ধরা পড়ল ১৮০ বোতল দেশি ও বিদেশি মদ। শিবরামপুর পঞ্চায়েতের পাতিবুনিয়ার দশমাইল বাজারে এক পুরনো লোহা–লক্কড়ের দোকানে হানা দিয়ে মেলে এই বিপুল পরিমাণ বেআইনি মদ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুজনকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই পুলিশের মদতে এই দোকান থেকে বিক্রি হয় বেআইনি মদ। এতদিন কোনও অভিযান হয়নি। এখন নির্বাচন কমিশনের গুঁতোয় অভিযান চলছে। বেরোচ্ছে নানা ধরণের পাপ। ভোটের সময় এই ধরনের অভিযান প্রায়শই হয়ে থাকে। অথচ সারা বছর কার্যত পুলিশ এবং প্রশাসনের নখের ডগায় এই ধরনের বেআইনি মদের কারবার চলে বলে অভিযোগ।

Tender/Quotation

Quotations from interested agencies are hereby invited for supply of the following items/materials in connection with the General Elections to the Legislative Assembly, West Bengal, 2016.

LMSA VEHICLE STICKERS with following details

1. Colour paper stickers (Top layer plastic quoted to be affixed using glue)
2. Type of Vehicle on which sticker to be pasted : Tata Sumo/Safari type
3. Sample view of the vehicle is enclosed with the tender form
4. Stickers required for 55 nos. vehicles (two sets where appropriate)

Sl. No.	Items	Specifications
1	ELECTION COMMISSION OF INDIA	4'×5"- Black
2	LIVE VIDEO MONITORING	2'6"×4" Yellow
3	LIVE VIDEO MONITORING	1'4"×4" Yellow & Black
4	ECI Logo	6"×6" – Coloured
5	LIVE VIDEO MONITORING	2'×11" Yellow & Black
6	ELECTION COMMISSION OF INDIA	5'×7" – Black
7	ECI Logo	10"×10" – Coloured
8	LIVE VIDEO MONITORING	1'8"×8" – Black & white
9	ECI Logo	5'×5' – Coloured
10	LIVE VIDEO MONITORING	4'6"×4" Yellow & Black
11	ECI Logo	2'6"×2'6" Coloured
12	ELECTION COMMISSION OF INDIA	3'×3" Black & Yellow
13	SOUTH 24 PARGANAS	1'6"×4" – Black

Quotation are to be submitted in the drop box in the chamber of the undersigned, within 3.00 p.m. of 16.4.2016 with a Bank Draft of Rs. 2,000/- (rupees two thousand only) in favour of District Magistrate & District Election Officer, South 24-Parganas, along with copy of PAN Card, Trade Licence, I Tax Return, P. Tax, experience of similar works, other relevant documents and the filled in Tender Form enclosed.

All materials are to be delivered at the Materials Management Cell at Hastings House, Alipore, Kolkata-700027.

The tender will be opened on the same day at 4.00 pm, in presence of the participants of the same.

The authority reserves the right to accept/cancel any tender/quotation without showing any reasons thereof.

Enclo :- Blank Tender Form.

Sd/-
Additional District Magistrate (Dev)
&
Additional District Magistrate (MMCell)
South 24-Parganas, Alipore.

৪৬৪/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা / ০৮/০৪/১৬

বিশ্লেষকদের মতে এগিয়ে শাসক দল

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণার মোট ৩৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের দিন ধার্য হয়েছে ২৫ এপ্রিল। এই মর্মে ১ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সময় প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়া হল। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস সবকটি বিধানসভায় প্রার্থী দিয়েছে। পাশাপাশি বাম–কংগ্রেস জোটের পক্ষ থেকেও ৩৩টি আসনেই প্রার্থী দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে সমস্ত আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি। বিজেপি জেলায় মোট ২৮টি কেন্দ্রে প্রার্থী দিতে পেরেছে। এছাড়া এসইউসি ও লিবারেশন ফ্রন্ট জোটবদ্ধ লড়াই করছে। তাদের পক্ষ থেকে এই জেলায় মোট ১৪টি আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। প্রথম দফার প্রথম পর্বের ভোটদান রাজ্য প্রশাসনকে অনেকটাই উৎসাহিত করেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামী দফায় ভোটদান পর্বগুলোও শান্তিপূর্ণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমান বিধানসভা নির্বাচনে সারদা–নারদাকান্ডের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করছেন বিরোধীরা।

এটা ধরে নিয়ে বিরোধীরা এগোলেও শাসকদলের বিরুদ্ধে তারা প্রচার সেভাবে সংগঠিত করতে পারেনি বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ। এসইউসির উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কৃষক সংগঠনের নেতৃত্ব কানাই ঘোষ বলেন, 'বিগত নির্বাচনগুলোতে যেভাবে তৃণমূল জিতেছে, সেভাবে ভোট হলে এবারও জিতবে। তৃণমূল নেতারা যেভাবে হুমকি দিচ্ছেন, তাতে বিগত দিনের নির্বাচনগুলোকেই স্মরণ করাচ্ছে। তবে ভোটাররা যাকেই জেতাক, তিনি জিতবেন। কিন্তু ভোটাররা হারবেন। কারণ আমাদের দেশ চলছে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে। সিপিএমও এই কায়দাতেই ক্ষমতা কায়েম করে রেখেছিল।' তবে কানাইবাবু যাই বলুন না কেন, রাজ্যে তৃণমূলের জয় নিয়ে তিনি নিশ্চিত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বামফ্রন্টের প্রধান শরিক দল সিপিএম সহ সমস্ত

উত্তর ২৪ পরগনা

শরিক দলগুলোই সাধারণ মানুষের থেকে এই মুহূর্তে অনেক যোজন দূরে।

কারণ বিধানসভা নির্বাচনের মূল ভিত শহরে না, গ্রামাঞ্চলে। এই গ্রামাঞ্চলেই বামফ্রন্টের গ্রহণযোগ্যতা এখন প্রায় তলানিতে। যে বামফ্রন্ট ১৯৭৭ সালে ৩২ লক্ষ কৃষক সভার ভোটের উপর ভিত্তি করে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল। কালে কালে তারা সেই কৃষকসভার সমর্থনকেই খুইয়ে বসেছে। আর কংগ্রেসের শিকড় তো অনেকদিন আগে থেকেই এই রাজ্যে একেবারে আলগা হয়ে গিয়েছে। ফলে বাম–কংগ্রেস জোট হলেও এই জোটের পক্ষে রাজ্যের মানুষের কোনও উল্লেখযোগ্য ঢল নেই। এছাড়াও তারা এই বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপযুক্ত বিকল্প হিসেবে কোনও মুখকে সামনে আনতে পারেনি। যে মুখগুলোকে সামনে আনা হয়েছে, রাজ্যের মানুষ তাদের বহুদিন ধরেই চেনেন।

এছাড়া সারদা কান্ড ও নারদা কান্ড নিয়েও শাসকদলের ভিত নাড়াতে কার্যত একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন বিরোধীরা বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের অভিমত। বিশ্লেষকদের আরও অভিমত, একটা সময় রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলার গ্রামাঞ্চলগুলো যেমন বামফ্রন্টের দুর্গ হয়ে উঠেছিল, বর্তমানে পাশার চাল পাল্টে গিয়ে সেই সব গ্রামই এখন তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করেছে। সম্প্রতি মর্মান্তিক উড়ালপুল দুর্ঘটনা রাজ্য প্রশাসনের অব্যবস্থার নগ্ন চেহারাকে উন্মোচিত করেছে, এতে সন্দেহ নেই। তবে এর জন্য শুধুই তৃণমূল সরকারই যে দায়ী, এমন নয়। এই দায় থেকে বিগত চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট সরকারও মুক্ত হতে পারে না। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই রাজ্য প্রশাসনের এই অব্যবস্থা ও অসহায়তার সূচনা হয়। এই দুর্ঘটনা নিয়ে শাসকদল ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে চাপানউতোর ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি যাই চলুক না কেন, রাজ্যের শাসন ক্ষমতা যে পুনরায় তৃণমূলের হাতেই থাকতে চলেছে, এ ব্যাপারে বিশ্লেষকগণ একপ্রকার নিশ্চিত হয়েই আছেন।

জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী শতরূপ

সুজয় সাধুখাঁ

২০১৬–র বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে রাজ্য রাজনীতি পুরো উত্তাল হয়ে উঠেছে। এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়তে রাজি নয় শাসকদল থেকে বিরোধীদল। ওয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টুইটারে চলছে জোরকদমে ভোটপ্রচার। ২০১১তে 'পরিবর্তনের' ডাক দিয়ে বাংলায় ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল সরকার। এবার দিন বদলের ডাক দিচ্ছেন কসবা বিধানসভার প্রার্থী শতরূপ ঘোষ। সিপিএমের প্রথম সারির নেতাদের মতো তিনি নিজেও ডাক দিলেন, 'তৃণমূল হঠাও বাংলা বাঁচাও, বিজেপি হঠাও রাজ্য বাচাও'। এই তরুণ নেতা ভোটপ্রচারে বেরিয়ে চিৎকার করলেন যে, গতবারের রাজনীতি আর এখনকার রাজনীতি পুরোপুরি আলাদা, গতবারে বামপন্থীদের সমর্থন নিচের দিকে ছিল। কেন এমন মন্তব্য করলেন শতরূপ? তাহলে কি তিনি নিজেও বিলক্ষণ জানতেন যে ৩৪ বছরে সিপিএমের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছে না সাধারণ মানুষ। পানীয় জলের সমস্যা থেকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কোথায় কী অবস্থা তা ভোটপ্রচারে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছেন বছর ৩০ এর এই ছাত্র নেতা।

২০০৫ সাল থেকে ছাত্র রাজনীতির শুরু। এরপর ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি কসবায় সিপিএমের প্রার্থী হয়ে ছিলেন। প্রতিপক্ষ জাভেদ আহমেদ খানের কাছে প্রায় কুড়ি হাজারের মতো ভোটে পরাজিত হন তিনি। এবারেও শতরূপের প্রতিপক্ষ সেই জাভেদ। পরনে সাদা পাজামা ও হালকা ধূসর পাঞ্জাবি সঙ্গে লাল গেঞ্জি হাতে কিছু দলীয় সেনাবাহিনীদের নিয়ে কসবার হালতু এলাকায় অলিগলি ঘুরে ভোটপ্রচার সারলেন শতরূপ। তবে এবারের ভোটে সাধারণ মানুষ তার পাশে থাকবে বলে আশা করছেন এই তরুণ নেতা। ভোটের মরশুমে কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হলাম এই ছাত্র নেতার কাছে।

● ভোট প্রচারে সাধারণ মানুষের সামনে কোন কোন বিষয় তুলে ধরছেন?

শতরূপ : সারা রাজ্যের জন্য চারটি জিনিস করতে হবে, প্রথমত, চাকরির অবস্থা খুব খারাপ এই দিকটা সবার প্রথম আমরা নজর দেব যাতে ছেলেমেয়েরা চাকরি পায় তাদের যেন ঘর ছেড়ে চলে যেতে না হয়। দ্বিতীয়ত, এই বাংলায় বাড়ির মেয়েদের বাড়ি ফিরতে একটু সন্ধে হলেই বাবা মায়ের সেই কাকদ্বীপ, কামদুনি, পার্কস্ট্রিটের মতো ঘটনা মাথায় ঘোরে, এই আতঙ্কের পরিবেশ বন্ধ করতে হবে। তৃতীয়ত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে। একই পাড়ায় সব রাজনৈতিক দলের পতাকা থাকবে, যে কোনও বিরোধী দলের নেতা নেত্রীদের সমালোচনার অধিকার থাকবে। কার্টুন আকতে গেলে কাউকে জেলে যেতে হবে না। এবং চতুর্থত, সাম্প্রদায়িকতা পশ্চিমবাংলায় সমাজজীবনে কোনওদিন এরকম অন্ধকারে ছিল না যা এখন এসেছে তা বধ করতে হবে।

● ভোটে জয়ী হলে প্রথম কাজ কী হবে?

যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা পানীয় জল।

ভোটে জয়ী হলে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেব এবং এই এলাকায় তৃণমূলের গুন্ডারাজ, সিন্ডিকেটরাজ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে সেইটা বন্ধ করতে হবে।

ভোটপ্রচারে কোনও রকম অসুবিধার সৃষ্টি করছে শাসকদল?

শতরূপ: তৃণমূলের পক্ষ থেকে সেই অর্থে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। এখন যা দেখছি কসবায় শাসকদল রীতিমতো গুটিয়ে আছে। অভিযোগের আঙুল তুললেন কসবা থানার পুলিশের দিকে। কি রকম অভিযোগ? তার কথায়, কসবা থানার পুলিশদের শাসকদলের হয়ে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। তৃণমূল নেতার ভূমিকায় কসবা থানার পুলিশদের দেখা যাচ্ছে। শতরূপের অভিযোগ, বিনা অনুমতিতে তৃণমূল কংগ্রেস মিছিল করছে। সিপিএমের মিছিল মিটিং আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে জানিয়েছেন তারা।

এদিকে পুলিশের রিপোর্ট পাল্টা তোপ দাগলেন এই ছাত্র নেতা। তৃণমূল নেত্রীর ঢঙে বললেন, যদি তৃণমূল কংগ্রেস সরকার না হয় যদি আমাদের সরকার হয় তাহলে ওদের অন্যায়ের হিসাব আমাদের কাছেও তোলা থাকল। আর তো কয়েকটা দিন।

● ৬০–৭০ দশকে বাম রাজনীতির প্রতি ছাত্রছাত্রীদের একটা আকর্ষণ ছিল। তবে এখন রাজনৈতিক হাওয়া অনেকটা বদলেছে। আগের মতো সেই আকর্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে।

শতরূপ : ভাল ছাত্ররাএখনও বামপন্থীদের দিকে আছে। আমরা তো তৃণমূলের ছাত্রনেতাদের চেহারা সবাই দেখেছি অধ্যাপকদের 'জগ' ছুড়ে মারছে। কলেজ ঘেরাও থেকে শুরু করে ক্লাস বয়কট, অধ্যাপক নিগ্রহ সবই করছে ওই তৃণমূলের ছাত্রনেতারা।

বিধানসভা ভোটে যদি এই জোট ক্ষমতায় আসে তাহলে কি তখন মন্ত্রী হিসাবে দেখা যাবে আপনাকে?

শতরূপ : এটা তো দল ঠিক করবে, এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

● কানহাইয়া কুমারকে ভোটপ্রচারে পশ্চিমবঙ্গে আনার কথা হয়েছিল। আপনার কি মনে হয় কানহাইয়াকে ভোট প্রচারে আনলে কি বামেদের ভোটবাক্সে কোনও পরিবর্তন হত?

শতরূপ : ভোট বাক্সে কি হবে এটা কথা নয়, তবে কানহাইয়া তরুণ কমিউনিস্টদের একটা নতুন মুখ। কানহাইয়া নিজের মতামত জানাতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে শাসক শ্রেণির রোষানলে পড়েছে, এর থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট ওর (কানহাইয়া) এমন কিছু বলার আছে যে বক্তব্যগুলো দেশের শাসকদের পক্ষে অস্বস্তিকর। কানহাইয়া যদি পশ্চিমবঙ্গে নিয়মিত আসে তাহলে আমি খুব খুশি হব বলে জানিয়েছেন শতরূপ।

● এই গরমের মধ্যে ভোটপ্রচার কিভাবে সামলাচ্ছেন নিজেকে?

শতরূপ : আমরা যারা রাজনৈতিক দলের কর্মী আমাদের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ভোটের ময়দানে আমাদের কাজ করতে হবে। তবেএখন খাবারের প্রতি একটু সতর্ক থাকা উচিত তবে আমি সেটাও করে উঠতে পারিনি।

প্রথম দফার প্রথম দিনের ভোটের সম্ভাব্য ফলাফল

বরুণ মন্ডল

রাজ্যে ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার প্রথম দিন ৪ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তের সম্পূর্ণ পুরুলিয়া (৯), পশ্চিম মেদিনীপুর (৬) এবং বাঁকুড়া (৩) এই তিন জেলার মোট ১৮টি আসনে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩৩ জন। পুরুলিয়ার ন'টি আসনে প্রার্থী ছিলেন ৭২ জন। এখানে মোট পোলিং স্টেশন ছিল ২৪৫৮টি আর অক্সিলিয়ারি স্টেশন পাঁচটি। ভিডিও ক্যামেরা ছিল ১৯৪টি আর সংবেদনশীল এলাকায় লাইভ মনিটারিং চলে ন'টি জায়গায় (শহরাঞ্চলে গাড়ির মাথায় ক্যামেরা বসিয়ে রাখা থাকবে)। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ছ'টি আসনে প্রার্থী ছিলেন ৩৯ জন। এখানে মোট পোলিং স্টেশন ১৬৮১টি। মোট সিসিটিভি ছিল ১৯৮টি। ভিডিও ক্যামেরা ছিল ১৬৮টি। বাঁকুড়া জেলার যে তিনটি আসনে এদিন ভোট হয় তাতে প্রার্থী ছিলেন ২২ জন। এখানে মোট পোলিং স্টেশন হয় ৮০৬টি। ভিডিও ক্যামেরা চলে ৪৩৭টি আর লাইভ ওয়েবকাস্টিং চলে ৯০টি স্থানে। পুরুলিয়ায় গড় ভোটের হার ৮২.৬০ শতাংশ, বাঁকুড়ার তিন কেন্দ্রে গড় ভোটের হার ৮৫.৬৮ শতাংশ এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ছয় কেন্দ্রে গড় ভোটের হার ৮৫.৯২ শতাংশ। এবার দেখা যাক এই ১৮টি আসনের গত বছর পাঁচেকের ফলাফল নিম্নে বিস্তারিত দেওয়া হল।

বিধানসভা কেন্দ্র	৭মে ২০১৪–র লোকসভা ভোটের নিরিখে বিধানসভায় এআইটিসি–র ফল আর বন্ধনীতে ২০১১–র বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস ও তৃণমূল জোটের ফল	৭ মে ২০১৪–র লোকসভা ভোটের নিরিখে বিধানসভায় বাম ও কংগ্রেসের ফল আর বন্ধনীতে ২০১১–র বিধানসভা ভোটে বামেদের ফল
২২০–নয়াগ্রাম	৮৪,৮৮৬ (৭৫,৬৫৬)	৪৩,০৪১+৪,৪১১=৪৭,৪৫২ (৫৯,৩৮২)
২২১–গোপী বল্লভপুর	৯২,২৩৫ (৯০,০৭০)	৪৭,৮২৯+৪,৬০৩=৫২,৪৩২(৫৮,০৫০)
২২২–ঝাড়গ্রাম	৯০,৬১২ (৬৯,৪৬৪)	৩৭,৫৭৮+৫,৬৯৩=৪৩,২৭১(৫৪,১৯১)
২৩৪–শালবনি	১,১৬,২৯০ (৯২,০৮২)	৫৬,১৯২+৪,৮৮১=৬১,০৭৩ (৮৭,৭২৭)
২৩৫– মেদিনীপুর	৯৭,৫৮৭ (১,০৩,০৬০)	৫৮,৫২৪+৬,৯৬৭=৬৫,৪৯১ (৭৪,৮৪০)
২৩৭– বিনপুর	৮৪,১৮৫	৩৭,৩২৮+৬,২০২=৪৩,৫৩০ (৬০,৭২৮)
২৩৮–বান্দোয়ান	৯২,৬৬৪ (৬৫,১৬৩ কংগ্রেস)	৬৯,০০৩+৮,৮৮৯=৭৭,৪৯২ (৮৭,১৮৩)
২৩৯– বলরামপুর	৭০,০৫৪(৬৫,২৪৪)	২৬,১৯৭ +৪৪,৮৮৩=৭১,০৮০ (৫৪,৭১৬)
২৪০–বাঘমুন্ডি	৫৩,১৪৩(৭৭,৪৫৮ কংগ্রেস)	৩৪,৩৯৬+৬৯,৬৫৯=১,০৪,০৫৫ (৫৯,৮১৪)
২৪১– জয়পুর	৬০,৪০৮ (২৩,৯২৭)	৪৭,৬৭৯+৪৮,১৫৫=৯৫,৮৩৪ (৬২,০৬০)
২৪২– পুরুলিয়া	৬৫,২৭৫ (৮৩,৩৯৬)	৩৬,৫১৫+৪০,৭২৫=৭৯,২৪০ (৫৬,৯০৯)
২৪৩–মানবাজার	৮৮,১৩৪ (৭৮,৫২০)	৬৩,২৩২+১৩,৫৬০=৭৬,৭৯২ (৭৩,৩৫৪)
২৪৪ –কাশীপুর	৭৬,০৫৪ (৬৯,৪৯২)	৪৮,৩৫৬+১৮,১১৫=৬৬,৪৭১ (৬৫,৭৭১)
২৪৫–পারা	৫৩,৯১২ (৬২,২০৮ কংগ্রেস)	৫৪,৭৯৪+২২,২৯৯=৭৭,০৯৩ (৬১,৬২২)
২৪৬–রঘুনাথপুর	৬১,৫৫১ (৭৮,০৯৬)	৫৭,০৪৭+৪,০১২=৬১,০৫৯(৬৫,৩৫৩)
২৪৯ –রানিবাঁধ	৭৩,৯৪০ (৬৮,৫২৯)	৫৪,৭৬৯+২,৮৫৭=৫৭,৬২৬ (৭৫,৩৮৮)
২৫০–রায়পুর	৭৯,০০১ (৬৮,৮২৬)	৪৯,৮৫৭+২,৬৭১=৫২,৫২৮ (৬৯,০০৮)
২৫১ –তালডাংড়া	৬৬,৫৩৯ (৬৭,৬১৪ কংগ্রেস)	৬৫,০৩০+২,৭৮৪=৬৭,৮১৪ (৭৪,৭৭৯)

বাজার অগ্নিমূল্য, নাজেহাল মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপ যত বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও বাড়ছে। যার তাপে মধ্যবিত্ত মানুষরা প্রতিদিন ঝলসে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে যে জ্যোতি আলুর দাম ছিল ১২টাকা। তা এখন বিক্রি হচ্ছে ১৯–২০ টাকায়। বাজারে গিয়ে মানুষদের শুনতে হচ্ছে এবার নাকি আলুর ফলন কম হয়েছে। পিয়াজের দাম ১৮ টাকা কেজি।

এখন শীতের মরশুমের সবজি বাজারে নেই। গ্রীষ্মকালীন আনাজপত্রের দাম মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে। পটল ৫০–৬০, উচ্ছে ৪০ টাকা, পেপে ৩০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। খাল–বিলে হওয়া কলমি শাক বিক্রি হচ্ছে ৫ টাকা আঁটি হিসাবে। মুরগির মাংস কয়েক দিন আগেও ১৩০ টাকা কেজি বিক্রি হতো। এখন বিক্রি হচ্ছে ১৮০–১৯০ টাকা করে। মুরগি ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন দাম আরও বাড়তে পারে। ডিম সাড়ে চার টাকা থেকে পাঁচ টাকা হয়েছে। মাছের বাজার তো অনেক আগে থেকে চড়ে আছে। মধ্যবিত্ত মানুষেদের প্রশ্ন, তারা খাবে কি? এখন নির্বাচন নিয়েই নেতা–মন্ত্রীরা ব্যস্ত। বাজারদর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকারি তরফে কোনও তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রচারে বাজারমূল্যকে ইস্যু করলেও, বর্তমান সমস্যার আদৌ সমাধান কবে হবে সেই কথা ভেবে মানুষ আতঙ্কিত।

তাপস রায়ের সমর্থনে জনসভা

বাপিলাল দে : আগামী ২৫ এপ্রিল বরাহনগর, দমদম, বালি, বেলুড়, লিলুয়ায় নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে গত মঙ্গলবার বরাহনগরের টি এন চ্যাটার্জি স্ট্রিট এবং নীলমণি সরকার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে এক নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভায় হাজির ছিলেন বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তাপস রায়, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শম্পা চন্দ এবং বরাহনগরের অপর একটি কেন্দ্রের টিএমসি কাউন্সিলর দিলীপ নারায়ণ বসু সহ আরও অনেকে। সভা শুরু হয় সন্ধে সাড়ে ছটার সময়। সভার শুরুতে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর শম্পা চন্দ। তার পরেই বক্তব্য পেশ করেন তৃণমূল প্রার্থী তাপস রায়। তিনি তার ভাষণে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম জমানার অপদার্থতাকেই তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন বরাহনগরের অবস্থান ঢিলছোড়া দূরত্বে কলকাতার কাছেই। এই বরাহনগর একসময় রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ–এর পদধূলিতে ধন্য। গঙ্গার তীরবর্তী এলাকাতেই রয়েছে প্রায় ৫০৬ বছরের পুরনো মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পদধূলিতে ধন্য পাঠবাড়ি। রয়েছে ঐতিহাসিকের নানা রকমের নিদর্শনের স্মৃতিচিহ্ন। অথচ বিগত প্রায় ৩৪ বছর ধরে রাজত্ব করার সুযোগ পেয়েও এই সমস্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন রক্ষণাবেক্ষণের কোনও কাজই করেনি অতীতের 'বাম সরকার' বলে অভিযোগ করেন তাপসবাবু। তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন, একসময় বরাহনগরের

বরাহনগর

বাগজোলা খালে পলি জমে গিয়ে তা ভরাট হয়ে বর্ষার সময় ভয়ানক অবস্থা ধারণ করত। একটু ভারী বৃষ্টি হলেই বাগজোলা খাল ভয়ানক রূপ ধারণ করে এখানকার বাসিন্দাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু তৃণমূল সরকারের প্রধান ক্ষমতায় আসার পরেই বাগজোলা খাল সংস্কার করে বর্ষার ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে এলাকার মানুষজনকে বাঁচাবার গুরুত্ব প্রদান করেন। এছাড়া ডানলপ মোড় থেকে সিঁথির মোড় পর্যন্ত নিকাশি ব্যবস্থার আশু সমাধানের জন্য নর্দমা তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এই তৃণমূল সরকারের ঐকান্তিক আগ্রহের ফল স্বরূপ। এছাড়া বরাহনগরের স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে বরাহনগরের সমস্ত রাস্তায় স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থাও করা হয়। অন্যদিকে বরানগরের অপর কাউন্সিলার দিলীপ নারায়ণ বসু বলেন একসময় দার্জিলিং যেতে এই রাজ্যের অধিকাংশ বাঙালি ভয় পেতেন জীবনহানির আশঙ্কা করে। অথচ আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পরে মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছায় বারে বারে দার্জিলিং–এ গিয়ে মিটিং মিছিল করে এলাকা শান্ত করে এসেছেন। এখন আর বিমল গুরুং, সুভাষ ঘিসিং–এর হুশিয়ারি শুনতে হয় না শীতে ছুটি অথবা পুজোর ছুটিতে এ রাজ্যের বাঙালিরা নির্ভয়ে যান দার্জিলিং অবসর সময় কাটাবার জন্যে বলে জানান দিলীপ নারায়ণ বসু।

এসো হে বৈশাখ... চির নূতনেরে দিল ডাক

সুকুমার মণ্ডল

বাপরে বাপ! গরম বলে গরম। চৈত্রের এমন তেজ, এমন মেজাজ আগে দেখেছেন। রাত পোহালে বৈশাখ। তখন যে কি হবে। হবে আবার কি, এ বছর বৈশাখে বাড়তি উত্তাপের জন্য তৈরি থাকুন। ধরিত্রী মাতা ক্রমশ তেতে উঠছেন। পৃথিবীর উষ্ণায়নের ফলে এমনিতেই শীতের কোমর ভেঙে পড়ছে। চারিদিকে গরম হাওয়া। কেবল প্রকৃতির ভ্রুকুটি হলে তো কথা ছিল না, এই বৈশাখে রয়েছে ভোট পরব। তার তাতেই তেতে রয়েছে চারধার। প্রত্যেকের মেজাজ চড়ে রয়েছে সপ্তমে। চড়কের আগে থেকেই চোখে চড়কগাছ দেখছি সব্বাই। ভোটে দাঁড়ানো প্রার্থীর নাওয়া–খাওয়া লাটে উঠেছে, হবু এমএলএ কে ঘিরে থাক স্তাবকবৃন্দ থুড়ি স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের বিশ্রাম নেই। টিভি আর কাগজওয়ালাদের গরমাগরম খবর কিংবা কেচ্ছা–কেলেঙ্কারি পেশ করার কুশলতা দেখলে দুঃশাসন–ও লজ্জা পেত। এক দ্রৌপদীর বস্ত্র–হরণ করতে গিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হয়েছিল বেচারি, এখন বিপক্ষ দল কিংবা প্রার্থী–কে নির্বস্ত্র করার লক্ষ্যে, ভোটের লড়াইকে আরও বেশি জমজমাট করে তোলার তাগিদে, প্রতিদিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের গোপন খবর খুঁজে খুঁজে বের করে আনছেন ভোটের রথী–মহারথীরা কিংবা সংবাদ–শিকারীরা। এই কামড়াকামড়ি, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির–র মধ্যে চৈত্র যে যায় যায়, বৈশাখ এলো বলে, কারোর কি আর সে খেয়াল আছে!

কবিরা বলেন পলাশ–শিমূল–কৃষ্ণচূড়ার রঙের ছোঁয়ায় পাষাণ হৃদয়েরও মনে রঙ লাগে। গাছের শাখায় শাখায় সবুজ পাতার সাজ, কোকিলের মন–কাড়া ডাক, বাতাসে কাঁচা আমের সুবাস, মাঝে মধ্যে কালবৈশাখীর দাপাদাপি – রোদের ঝাঁঝে ঝলসে যায় চারদিক, গরমে হাঁসফাঁস তবু বৈশাখে রবীন্দ্র–চর্চার স্নিগ্ধতার আবেশে মন জুড়িয়ে যায়। সব মিলিয়ে বৈশাখের জৌলুসই আলাদা। হয়তো সেই কারণে বাংলা বছরের এই প্রথম মাসটিকে নিয়ে কবি–

লেখকদের আবেগও অনেক বেশি। কবিগুরু বৈশাখকে সাদরে আহ্বান করে বলেছেন, এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...। বছর শুরুর ক্ষণে, আমরা ইষ্টদেবতার কাছে নতুন বছরটি নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনার এসএমএস পাঠাই। বৈশাখে শপথ নিই, সারা বছর আমে যেন ভালো হয়ে চলি।

কিন্তু এই সনের শুরুতেই যা ধামাকা চলছে এবং চলবে তাতে করে ভালো হয়ে থাকার আগাম প্রতিশ্রুতি কিংবা শপথ নেওয়া বেশ মুশকিল। এই বৈশাখে রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন, ফি–সন তো এমন ভীষণ লড়াই হয় না! নাম–প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক রাজনৈতিক কর্মী যিনি বিগত ভোটে দলের হয়ে খাটলেও, এবারের ভোটে

শাসকদলের ছাতার তলায় আশ্রয় খুঁজে নিয়েছেন, সেদিন বললেন, জানেনই তো ভোট মানে হাজারো কাজ। মিছিল, মিটিং, পোস্টার লাগানো, বিপক্ষের ত্যাঁদোড় সমাজবিরোধীদের পিটিয়ে সাইজ করে দেওয়া, যারা বিপক্ষ পার্টি–র সঙ্গে তলে তলে হাত মেলানোর নোংরা চক্রান্ত করার ধান্দা করছে তাদের কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া, আমাদের দলের নামে বিচ্ছিরি বদনাম করা দুষ্টুমির উচিত জবাব দেওয়া, বিপক্ষ দলগুলোর মরদ গুলাকে এলাকা ছাড়া করা, কাজ কি একটা দাদা। দলের স্বার্থে এমন ধারা অনেক পবিত্র কর্মকাণ্ডে হাত লাগাতেই হয়। আমাদের মত একান্ত অনুগতদের এখন এটাই ব্রত। জানেন–ই তো রণে আর প্রেমে ছলনায় দোষ লাগে না। ভোট হল যুদ্ধ, ধুন্ধুমার যুদ্ধ। যুদ্ধে কিছু সৈনিকের প্রাণ–টান যাবে, এটাই স্বাভাবিক। ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে না নিয়ে আপনারা কেন যে খুন খুন করে চিল্লিয়ে হাওয়া গরম করেন বুঝিনা!

শুধু ভোটের গরম হলে না হয় কথা ছিল। এ বছর চৈত্র–বৈশাখ জুড়ে টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট, ফুটবলের ধামাকা সব কিছু একসঙ্গে চলতে থাকবে। এইসব কাণ্ডের মাঝে কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি এক–আধটা খেলা জল ঢেলে মাটি না করে দেয়, এ আশঙ্কাও নাকি অনেকের মনে উঁকি মারছে। যার অর্থ, এ বছর কালবোশেখী আদৌ স্বাগত নয়কো। বাঙালিদের মন জুড়ে এমন ত্রিমুখী বিনোদন অতীতে বড় একটা আসেনি। এইসব হুজুগের ঠেলায় ভুলে যাবেন না, এই বৈশাখে রবি ঠাকুরের জন্মদিনটিও আছে।

জনৈক প্রবীন প্রার্থী একান্তে কবুল করে ফেললেন, আপনারা তো জানেন, আমার ওয়ার্ডে প্রত্যেক বছর পঁচিশে বৈশাখ কেমন ধুমধাম করে করি, এই একটা বছর নমো নমো করে সারলে কি খুব একটা মহাভারত অশুদ্ধ হবে। ঠাকুরের ইচ্ছেয়, যদি এবারের ভোটে জিতে যাই, দেখবেন কেমন ঘ্যামা করে বিজয়া থুরি রবীন্দ্র জয়ন্তী করি...। ডিজে থেকে শুরু করে লেজারের আলোর খেলায় ফাটিয়ে দেবো। কালবোশেখির প্রলয় নাচন নয়, স্টেজে টালিগঞ্জের রূপসী ফিলিম স্টারেরা এমন নাচাগানা করবেন, দেখলে আপনার জীবন সাথক হয়ে যাবে। এসব শুনলে টুনলে মনটা প্রসন্ন হয়, ভাবি রবি ঠাকুরের কি কপাল!

আমাদের কপালে এই বৈশাখে কি নাচছে তা ঠাকুরই জানেন।

মাঙ্গলিকী

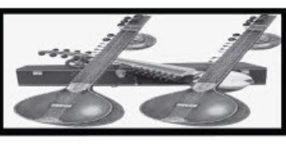

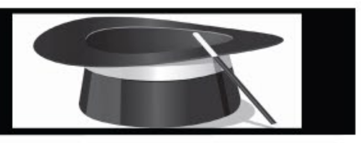

শব্দের ঝংকারের ‘ঝংকৃত’ আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি সালকিয়া থেকে প্রকাশিত ৩৮ বছর পার করা উজ্জ্বল ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা শব্দের ঝংকারের ৩৬৩ তম মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতির সভা বসেছিল, সেখানে জমায়েত হন ২৭ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি (মাঙ্গলিকির উপদেষ্টা) ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তীর উদ্বোধনী রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে আসর শুরু। এরপর শব্দের ঝংকারের শীত–বসন্ত সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। এরপর স্বরচিত স্বসুরাপিত গান, ‘কোথায় গেল মানুষের ভালোবাসা’ ঝংকৃত হল শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্রর ভরাট গলায়। হাওড়া বার্তা পত্রিকার কথা বিশেষভাবে বললেন সভার সঞ্চালক পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন।

হাওড়া বার্তার বর্তমান সম্পাদক সুজিত পাল তাঁর পত্রিকা ও শব্দের ঝংকারের পুরানো দিনের কথা মধুময় ভাষায় ব্যক্ত করলেন। যেন ‘কান্না হাসির দোল দোলানোর’ কথাই বললেন। তিনি আরও বললেন, আজ উত্তর হাওড়ার পুরানো সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে। (মনে রাখতে হবে এই সালকিয়াতেই সালকিয়া হাউসে থাকতেন গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়)।

এদিন বিশেষ আলোচনায় সঞ্জীব চৌধুরী ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা, তাঁর জীবনের নানান সংগ্রামের কথা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করলেন; ‘ঋত্বিক ঘটক’ হলেন পচা গলা সমাজের বিরুদ্ধে, অনৈতিকতার বিরুদ্ধে এক সংগ্রামেরই নাম। বিশেষ অভিনন্দন বক্তাকে। সম্প্রতি উত্তর পাড়ার গণভবনে এক সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠান হয়। ওই সংগঠনের কর্ণধার শ্রদ্ধেয়া শান্তা কর রায় এদিন আসরে ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের গলায় তাঁর সংগঠনের তরফে সাম্মানিক মেডেল পরিয়ে দেন শব্দের ঝংকারের পত্রিকা গোষ্ঠী এতে আরও সম্মানিত হলেন।

এদিন বিবিধ কবিতা পাঠে যাঁদের কবিতা ভাল লাগল তারা হলেন আরতি দে, বিকাশ সরকার (সোঁদা মাটি, অনবদ্য রচনা), মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায় (কবির দশা), শান্তা কর রায় (অতি মননশীল কবিতা), বরিষ্ঠ কবি দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বপন কুমার পাল প্রমুখ। বরিষ্ঠ ব্যক্তি জীবেন্দ্র কুমার দত্তর অনুগল্প ‘দুঃসময়ের অন্ধকার’ এক কথায় অসাধারণ। বালিকা শুভনীতা সাহার আবৃত্তি অবশ্যই সকলের মন কাড়ল। এছাড়াও কবিতা পাঠে ছিলেন তাপস কুমার চট্টোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এদিন এক বিশেষ ভাষণে পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি সঞ্চালক ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন আলোচনা করলেন ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ও গিরীশ ঘোষের কথোপকথন। এই প্রসঙ্গে সহিষ্ণুতা–অসহিষ্ণুতা নিয়ে সমৃদ্ধ বক্তব্য পেশ করলেন, সঞ্চালকের ভাষণ সকলের মনকে নাড়া দিল।

এছাড়াও এদিন কবিতা শুনিয়েছেন সুজিত নস্কর, শিপ্রা চক্রবর্তী, মিঠু নস্কর, অদৃশ্যনাথ প্রমুখ। অদৃশ্যনাথের কবিতা ছিল অসাম্প্রদায়িকতা নিয়ে। কবিতা পড়ার আগে অদৃশ্যনাথ বললেন তাঁর কবিতা সব সময়েই ব্যতিক্রমী। তিনি কি বলতে চাইলেন অন্যদের কবিতা ‘অনতি ক্রমী’?

শব্দের ঝংকারের সম্পাদক কবি সুনীল মুখোপাধ্যায় এদিন সকলকে স্বাগত জানালেন, পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যার প্রকাশের কথা বললেন কিন্তু কোনও কবিতা শোনালেন না। কিন্তু তাতে কি? শব্দের ঝংকারের সাহিত্য বাসরে সকলের ‘ঝংকারের’ ভিতরেই তো তিনি রয়েছেন। ডাঃ সমীর বেতালও এদিন শান্তা কর রায়ের সংগঠনের তরফে মেডেল পান।

পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার প্রতি সম্মানে

সংবাদ প্রতিবেদন : গত ২৬, ২৭, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, রাণুচ্ছায়া মুক্তমঞ্চে হয়ে গেল আন্তর্জাতিক ভাষা আবৃত্তি উৎসব। অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয় সমবেত সঙ্গীত ও স্বাগত নৃত্যের মাধ্যমে। ২৬শে সকাল ১১টায় বর্ষীয়ান সঙ্গীতশিল্পী অমর পাল উৎসবের উদ্বোধন করেন শহিদ স্মারকে মাল্যদান করে। গাইলেন নিজ কণ্ঠে অমৃতময় গান। উৎসবের অভ্যর্থনা সমিতির সভাধিপতি কিংবদন্তী আবৃত্তিশিল্পী পার্থ ঘোষ সকলকে স্বাগত জানালের তাঁর বক্তব্যে। আয়োজক কালধ্বনি সমাজ ও সংস্কৃতি সংস্থার সভাপতি আবৃত্তি শিল্পী পূজন ঘোষ এই তিনদিনের উৎসব যাদের সহযোগিতায় সফল হতে চলছে তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালেন। আলোড়ন তুললেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘একটি কবিতার জন্য’ কবিতাটি আবৃত্তি করে। অতিথি সুইডিশ ব্রডকাস্টিং–এর এনডারস এডগ্রেন–এর বক্তৃতার সূচনায় বাংলা সম্ভাষণে দর্শকশ্রোতারা তাঁকে করতালিতে উৎসাহিত করে।

উদ্বোধন পর্বের পর দুপুর দুটোয় শুরু হয় জাতীয় কবি সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন হিন্দি ভাষার কবি গীতা দুবে, রবিপ্রতাপ সিং, মুরলী চৌধুরী, পাঞ্জাবি কবি রাওয়েল পুষ্প, গুজরাটি কবি দীনেশ বদেড়া, উর্দু কবি ড. শাহিদ ফারোগী, বাংলা কবি পঙ্কজ সাহা ও শৈলেন সাহা এবং আরও অনেকে। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন মজুমদার বিপ্লব (বাংলাদেশ) এবং রবীন মজুমদার। সমবেত আবৃত্তি করে যথাক্রমে কালধ্বনি, প্রয়াস ও নদিয়ার কথাশিল্প আবৃত্তি চর্চাকেন্দ্রের শিল্পীরা।

দ্বিতীয় দিন সকাল ১১টায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্যামলী রায়, সোমা ভট্টাচার্য, সমাপ্তি দেবনাথ, সুমিতা বসাক, শিপ্রা মিত্র, দেবযানী জয়ধর, শেফালি পুরকাইত, সুনীতি রায়, মুনমুন হীরা, সবিতা বড়াল, নন্দিতা বিশ্বাস, উদয়ন তালুকদার, অনির্বিৎ পাল, তপন পাল, দীপক জয়ধর, ধূর্জটি দাশগুপ্ত, জগদীশ পুরকাইত; তবলা সঙ্গতে মিঠু টিকাদার, কীবোঁ দিলীপ বিশ্বাস। প্রথমে ঘোষক উপস্থিত সকলকেই শহিদ স্মরণের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করে। ড. শিশিরকুমার সিংহ, অজয় কুমার নন্দী ও নীতিশ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে শুরু হয় আলোচনা, বাংলা ভাষা : তার ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ। দুপুর ২টোয় প্রমিলা কবি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রীনা গিরি, শ্যামলী মহাপাত্র, কাজরী বসু, সুতপা দাশগুপ্ত, নমিতা বসু ও আরও অনেকে। কবি সম্মেলন

জমিয়ে দেন আর এক কবি সঞ্চালক বিশ্বজিৎ রায়। এরই মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা বর্ণবার্তার শিশুশিল্পীরা পরিবেশন করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর পাল্কির গান ও দূরের পাল্লা। কালধ্বনির শিশুশিল্পীরা পরিবেশন করে কবি সতীশ করে, নদিয়ার কল্যাণী থেকে আসা পরিক্রমা উপস্থিত করে তাদের পরিবেশনা। বিভিন্ন পর্বে আবৃত্তিশিল্পী রবীন পাল, বাচিক শিল্পী চন্দ্রমৌলী বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন মজুমদার ও বাংলাদেশ থেকে আসা শ্রাবণী সুর, দেবলীনা সুর দোলা ও সুমন সাহাকে সংবর্ধিত করা হয়। একক আবৃত্তি পরিবেশন করেন শুক্লা বসু, দেবপ্রসাদ মন্ডল, রামচন্দ্র পাল, শিখা বিশ্বাস প্রমুখ। বাংলাদেশ ঢাকা থেকে আসা স্বরব্যঞ্জন পরিবেশন করে তাদের আবৃত্তি আলেখ্য। একক নৃত্য পরিবেশন করে দেবিকা পাল।

তৃতীয় দিন অর্থাৎ অন্তিম দিন ২৮ ফেব্রুয়ারি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দ একে একে সকলেই শহিদ স্মারকে পুষ্পাঞ্জলি দেন। ডা. শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইমানুল হক–এর উপস্থিতিতে শুরু হয় ‘ভাষা ও কণ্ঠ’ আলোচনা। শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠ পরিচর্যার উপর জোর দেন এবং অধ্যাপক ইমানুল হক বলেন বাংলা ভাষা কেন কোথায় মধুর। আলোচনাটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন সঞ্চালক কবি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। দুপুর ২টোয় শুরু হয় ছড়ার আসর। যেখানে ছড়া পরিবেশন করেন সতীশ বিশ্বাস, অজিত ত্রিবেদী, সনৎ বসু, অভীক বসু, শান্তা চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে।

এরই মধ্যে সমবেত আবৃত্তি পরিবেশন করে দুর্গাপুর থেকে আসা ছন্দবাণী, বর্ধমান থেকে আসা ল্যাঙ্গুইজ অফ নেচার এবং কালধ্বনির হাওড়া শাখা। কালধ্বনির শিশুশিল্পীরা পরিবেশন করে সত্যজিৎ রায়–এর পাপঙ্গুল। সুমন সাহার পরিচালনায় বাংলাদেশের যশোর থেকে আসা শ্রাবণী সুর, দেবলীনা সুর দোলা গানে কবিতায় দর্শকদের মন ভরিয়ে তোলে। পূজন ঘোষ–এর আবৃত্তি নির্ভর উত্তম পাল–এর নৃত্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন স্মিতা গুপ্ত বিশ্বাস, কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মধুছন্দা তরফদার, দীপক জয়ধর ও জগদীশ পুরকাইত।

প্রকাশিত হল ‘নথ ভাঙার গান’

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি প্রকাশিত হল সুন্দরম প্রকাশনা থেকে গল্পকার সুতপা চক্রবর্তীর গ্রন্থ ‘নথ ভাঙার গান’। এটি তার প্রথম গল্পের বই। সুতপার গল্পকার হিসাবে জীবনটি শুরু হয়েছিল কলেজে পড়ার সময়ে। সে সময় পকেটমানি যোগাড় করাই ছিল গল্প লেখার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই ফাঁকেই কখন যে তরুণী কন্যার প্রায় আত্মকথনের ভঙ্গিতে লিখে রাখা গদ্যগুলি গল্প হয়ে উঠেছে তা সুতপা নিজেই বুঝে উঠতে পারেনি। গল্পকার হিসেবে তাঁর দশ বছর পরিক্রমার নিবেদন এই নথ ভাঙার গান।

পেশায় সাংবাদিক সুতপা চক্রবর্তীর প্রতিটি গল্পে রয়েছে মেয়েদের যন্ত্রণার কথা, টুকরো ভালোলাগা, খারাপ লাগা, আনন্দ–বেদনাময় জীবনের প্রতিচ্ছবি মূলক মোট ৯টি গল্প। প্রতিটি গল্পেরই কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রয়েছে একেকজন নারী। বেশির ভাগই নাগরিক নারী। তাদের গল্পেই চরিত্রগুলো আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে সুতপা চক্রবর্তীর কলমে।

এই বইতে স্থান পেয়েছে নথ ভাঙার গান, মালতীর দুপুর, বনলতার জন্ম, ঘর, দুই দুনিয়া, আলোর পৃথিবী, গল্প অথবা বে–চরিত্তির কথা এবং ডানায় রোদের গন্ধ মুছে ফেলে। প্রতিটি গল্প মন ছুঁয়ে যায়। ৭৭ পাতার গল্পের বইটি সকলের সংগ্রহের যোগ্য। ঝকঝকে ছাপা, সুন্দর মলাট নির্ভুল এই বইটির দাম মাত্র ৭০। শ্রী সুন্দরসের প্রচ্ছদ মন্দ নয়। বইটি কিনতে পারেন এবং পড়তে পারেন।

প্রখ্যাত সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্তর ভগ্নী নিবেদিতাকে নিয়ে একটি বই প্রকাশ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ তরুণ বিজয়। সঙ্গে ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ সম্পাদক ও অন্যান্য মহারাজরা। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় কলামন্দিরের করুণাকুঞ্জে। পাঠ্যবইতে নিবেদিতার ভারতপ্রেম ও তার অন্যান্য কাজ যাতে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হয় সেই অনুরোধ তরুণ বিজয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী স্মৃতি ইরানির কাছে পৌঁছে দেন ওই সংস্থার সভ্যরা।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

সাহিত্য প্রতিশ্রুতি

(সম্পাদনা – নিতাই মৃধা, শারদ সংখ্যা ১৪২২) নবীন এই পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করল। সম্পাদকের ঘোষণায় বলা হয়েছে আপাততঃ দুটি বার্ষিক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হলেও পরে ষাণ্মাষিক করার ইচ্ছা রয়েছে। রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু, রাণা চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত ভদ্র, শাশ্বতী সরকার, শুভ্রা সাহা প্রমুখেরা উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সম্পাদকের নিবন্ধ (মৃত্যু চেতনা) ও শংকর ব্রহ্মের (মুর্খ বড়, সামাজিক নয়) বিষয় বৈচিত্রে পাঠকের মনযোগ টানে। পবিত্র সরকারের (দাড়ির সঙ্গে আড়ি) রম্যরচনাটি সুললিত কিন্তু কিঞ্চিৎদীর্ঘ। গল্প তিনটির প্রথম দুটিতেই (জয়ন্ত দত্ত ও প্রদীপ্ত গুপ্ত) মেলোড্রামা প্রাধান্য পেয়েছে, কাহিনী–বিন্যাসেই নেই কোনও বৈচিত্র। কেবল কাহিনী নয়, কেমন ভাবে বলা হচ্ছে সেটাই তো এ–সময়ের গল্প কে সমসাময়িক করে তুলবে। উমা সেনাপতির গল্পে নারীর স্বাধিকারের কথা ফুটে উঠেছে। জীবনের লড়াই–এ হার স্বীকার না করার জিদকে সাবাস। সুব্রত ভদ্রের প্রচ্ছদ, ছাপাও যথাযথ। (পত্রিকার ঠিকানা – অলকা অ্যাপার্টমেন্ট, ৬৬৪ বৈষ্ণবঘাটা– পাটুলি, কলকাতা ৭০০ ০৮৪/৯৩৩২২৩৬৯২৪)

অনুরণন

(সমর শংকর চট্টোপাধ্যায় রচিত কবিতার বই/প্রকাশিত – প্রসেনজিত দত্ত, আরশিনগর প্রাণভূমি, ৪/সি শীলস্ গার্ডেন লেন, কলকাতা–৭০০ ০০২/৯৬৭৪৯৫৭৪০৬/ মূল্য ১০০ টাকা) – সুনির্মিত এই কবিতার বইটিতে কবির শতাধিক কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। কবিতার জগতে ডুবে থাকেন কবি। তাই তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, কবিতা আমার প্রেম, কবিতা আমার নেশা... তাতেই আসক্ত হয়ে মেটাই মনের তৃষা (কবিতা ও আমি)। সমর শংকর বাবু কবিতা নিয়ে ঘর করেন, এমন একাত্মতা যেখানে সেখানে কবিতার ভাষা বা অন্যভাবে নিক্তি দিয়ে কাব্য–গুণ মাপার চেষ্টা নিরর্থক।

সংকলনের অধিকাংশ কবিতাই ১০–১৫ লাইনে সীমাবদ্ধ, যা কবির পরিমিতিবোধের পরিচায়ক। দুঃখ পেও না, ছায়া নেই তাই, ভালোবাসার টানে, নতুন পথে প্রভৃতি কবিতায় বাড়তি দীপ্তি। সমাজের পঙ্কিল রূপের বিরুদ্ধে বারে বারে গর্জে উঠেছে ওঁর কলম, তবে সেই কবিতা কটি আবেগে ভেসেছে বলেই হয়তো কাব্য–রসে কিছুটা ঘাটতি রয়ে গেল। দিব্যেন্দু রায়ের প্রচ্ছদ নজর কাড়ে।

মাত্র ৯০ দিনে মস্তিষ্ক ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়

অরুণ অধিকারী

মনের বার্তা

আজকের মন্ত্র, আমার অবচেতন মন সীমাহীন বুদ্ধির ভান্ডার সে আমাকে দিয়ে ভাল কিছু করাবেই। অর্থাৎ মন ও মগজের উন্নতি করাবেই। বুদ্ধি, স্মৃতি ও ব্যক্তিত্বের উন্নতি করাবেই।

পারিবারিক, কর্মজীবন, ছাত্রজীবন সাফল্য আনার জন্য যা যা জরুরি সবকিছু অবচেতন মন আমাকে দেবেই।

অর্থাৎ নিজেকে নিয়ে আপনি যা ভাববেন, তা যদি শরীর অনুভূতি পায় তাই আপনি বাস্তবে লাভ করবেন।

বারবার আমি একটা কথা বলতে বাধ্য হই তা হল আমাদের চিন্তাভাবনা অনুভূতি দান করে, সেই অনুভূতি আমাদেরকে দিয়ে যা করায় আমরা তাই করতে বাধ্য হই।

সুতরাং সর্বদা পজিটিভ চিন্তা, পজিটিভ অনুভূতি লাভ করার চর্চায় মেতে থাকুন। নিজেকে দুর্বল ভাবা মহা পাপ– স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের শক্তির অভাব নেই অভাব আছে ইচ্ছার – ভিক্টর হুগো।

তুমি যদি জীবনে সাফল্য চাও, অধ্যাবসায়কে কর তোমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ, অভিজ্ঞতাকে তোমার বিজ্ঞ মন্ত্রণাদাতা, সতর্কতাকে তোমার অগ্রজ এবং আশাকে তোমার তত্ত্বাবধায়ক প্রতিভা – জোসেফ এডিসন

মহাপুরুষদের বাণীগুলিই হল সাফল্যের ফরমূলা।

তাই বুদ্ধি, স্মৃতি ব্যক্তিত্বের যা মেধার অংশ।

(মেধা = সাধারণের চেয়ে একটু বেশি (বুদ্ধি+মনঃসংযম+স্মৃতি+বিচারবোধ) চোখ কান সহ পঞ্চ ইন্দ্রিয় সর্বদা খোলা রাখতে হবে। চোখ কান খোলা রাখা ব্যক্তিত্বরা সর্বদা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে বুদ্ধি, স্মৃতি, ব্যক্তিত্বকে ধারাল করতে পারেন।

আমরা কি শিখি? যা শিখলে আমরা উপকৃত হব, শরীর ফিল গুড পাবে, তাই শিখি। তাই বলা হয় শিখনা বনধ তো জিনা বনধ।

অর্থাৎ যতদিন শিখবো ততদিন বাঁচবো। কারণ, সুস্থ ভাবে বাঁচার জন্য যা যা দরকার, তার জন্য আমরা শিখি।

তাই আবার বলতে হয় – ‘‘বাঁচতে হলে পড়তে হবে’’। কারণ জানার আনন্দ, মস্তিষ্কের একমাত্র টনিক।

তাই বলা হয় (দৈনিক বর্তমান ২৭.০২.২০০১) ডাঃ শ্যামল চক্রবর্তীর লেখা থেকে মগজের ধার বাড়াতে পড়ার বিকল্প নেই। মনোবিদ ও স্নায়ুবিদরা বলেছেন, কম বয়স থেকে যতবেশি পড়াশুনা ও লেখালেখির পরিবেশে থাকবেন তত মগজের ‘নিউরোনাল রিজার্ভ’ বাড়বে। মগজের নেটওয়ার্ক বাড়বে। যত বেশি খরচ করবেন মগজের সম্পদ মগজের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স তত বাড়বে। ব্যালান্স বাড়লে স্মৃতি মেধা, বিচারশক্তি সবই বাড়বেই। তাই সুযোগ পেলে বই পড়ার মাধ্যমে ভাললাগাকে খুঁজুন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরস্পর আলোচনা করুন। আলোচনাকে উপভোগ্য করে তুলুন। জীবন উপভোগ্য হলে হ্যাপি হরমোন ভান্ডার থেকে সুখানুভূতিতে মন ও মগজ তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেবে। শরীর ও মন তরতাজা হবে। বেঁচে আনন্দ পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মেনে চলতে পারলে উপকার পাবেন। ১৯৯৪ সালে আমি মস্তিষ্ক ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর একটি ছোট্ট বই করি। বইটি পাঠক মহলে সাড়া ফেলে দেয়। প্রায় দু হাজার মতো চিঠি পাঠকের কাছ থেকে আমি পেয়েছি। তারপর ২০০৪ সালে মাত্র ৯০ দিনে মস্তিষ্কক্ষমতা বৃদ্ধির ১০১টি উপায়, এই নামে আবার বই প্রকাশ করি। সেবারও পাঠক মহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। বইটি বেরোনোর ৬ মাসের মধ্যে একটি টিভি চ্যানেলে মনোবিদ্যা বিষয়ক একটি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করি। নেতাজি গবেষক অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং কয়েকজন বিখ্যাত মনোবিদরা সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপর অনেক মনোবিদদের সংস্পর্শে এসেছি অনেক কিছু শিখেছি। তবে ‘মনের কথা’ একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা, যেখানে মন নিয়ে লেখালেখি হয়, এই পত্রিকাতে লিখে পড়ে মোটামুটি কিছু জ্ঞান হয়েছে বলে অনেকে বলে থাকেন।

যাইহোক, এবার সংক্ষেপে কিছু কথায় আসি –

(১) যা করলে বুদ্ধি, স্মৃতি, ব্যক্তির ক্ষুরধার হয় তাই তাই করতে পারলে ভবিষ্যৎ ভাল হবে বলে আশা করা যায়।

(২) স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কারক টেকনিক ফলো করে এগোতে হবে। (পরবর্তী কালে সম্ভব হলে আলোচনা করবো)

(৩) মস্তিষ্ক ক্ষমতা বা পড়াশুনা বিষয়ে উন্নতি না হওয়ার অন্যতম কারণ পড়তে ভাল না লাগা। পড়তে ভাল না লাগার কয়েকটি কারণ হলো –

(ক) লক্ষ্য স্থির না থাকা

(খ) বুদ্ধির বা মনঃসংযমের অভাব

(গ) শারীরিক অসুস্থতা, শরীরে হানা

(ঘ) পরিস্থিতির চাপ

(৪) মনে রাখা দরকার অভাবে যদি স্বভাব নষ্ট হয় অভাব কিন্তু কোনও দিন ঘুচবে না। যার কম আছে, সে গরিব নয়, যার আরও বেশি চাই সেই গরিব।

তাই তো রেশমী বনসল লিখেছেন : Stay Hungry, Stay Foolish.

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের positive পিপাসা দরকার; জীবনটাকে সুপায়ী করে তুলতে।

(৫) মনে রাখা দরকার Sex মানে, Sex সে অর্থে নয়।

Sex মানে সাহস।

Sex মানে উদ্যম।

Sex মানে সৃজনশীলতা।

অপব্যয় করবেন না নিজেকে। বাঁচিয়ে রাখুন রোমান্সকে। শরীর ও মনে অন্য স্বাদের বীজ বুনুন, যার ফলে শরীরে Feel Good এর বটবৃক্ষ তৈরি হয় এবং তার ফলগুলিও যেন Feel Good দিতে পারে। আজ এই পর্যন্ত। কেমন হল জানাবেন। ভাল থাকুন।

বিশ্বজয়ে ডবল ওয়েস্ট ইন্ডিজের

ফের ক্রিকেটে ক্যারিবিয়ান দাপট

কমল নস্কর

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডবলসের দিন (ছেলে এবং মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের দিন) মনটা কেমন যেন টানছে ফ্ল্যাশব্যাকে। তাও আবার সাম্প্রতিক অতীত নয়। একেবারে ৩৩ বছর আগের জুন মাসের ২৩ তারিখ। যে দিনটা ভারতীয় খেলাধূলার ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন বলে আজও কথিত আছে। হ্যাঁ, এই দিনটাতেই বিশ্বকাপ (তখন ছিল ৬০ ওভারের বিশ্বকাপ) তথা প্রুডেনশিয়াল কাপ ঘরে আনে কপিল দেবের নেতৃত্বাধীন ভারত। যে দলে সামিল ছিলেন সুনীল গাভাসকার,মহিন্দর অমরনাথ, দিলীপ ভেঙ্গসারকার, রবি শাস্ত্রী, সন্দীপ পাটিল, যশপাল শর্মা, মদনলালরা। সেবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে ভারতের বিশ্বজয়ী হওয়াকে তুলনা করা হয়েছিল লিলিপুটদের হাতে দৈত্যের পরাজয়। আক্ষরিক অর্থেই ক্রিকেট বিশ্বে তখন রাজ করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যালিপসোর ধ্বনি ছড়িয়ে ১৯৭৫ এবং ১৯৭৯ পরপর দুবার বিশ্বকাপ জিতে হ্যাটট্রিক করার অভিপ্রায়ে ইংল্যান্ড এসেছিল ক্লাইভ লয়েডের দল। সে দলে তখন বাঘা বাঘা একেক জন।

ওপেনিংয়ে গর্ডন গ্রিনিজকে সঙ্গ দিচ্ছেন ডেসমন্ড হেইনস। ওয়ান–ডাউনে সহঅধিনায়ক তথা তৎকালীন ক্রিকেট দুনিয়ায় একছত্র আধিপত্য বিস্তার করা ভিভিয়ান রিচার্ডস। চারে সোনালী চুলের শ্বেতকায় ল্যারি গোমস, পাঁচে খোদ লয়েড, ছয়ে সে সময়কার চৌকস ফিল্ডার গাস লোগি, সাতে উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান জেফ দুজন। আর আট থেকে এগারোয় যে চারজন তারা তখনকার ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানদের দুঃসপ্ন বললে কম বলা হবে। এরা হলেন অ্যান্ডি রবার্টস, ম্যালকম মার্শাল, সাত ফুটিয়া জোয়েল গার্নার এবং সুইং বলের বাদশা মাইকেল হোল্ডিং। কাকে ছেড়ে কাকে বলবেন। ৬০ ওভারের বিশ্বকাপে তখন একেক বোলারের ভাগে পড়ত ১২ ওভার। এই চতুর্ভুজ ৪৮ ওভার করা ছাড়া বাকি ১২ ওভার নিয়ম করে ভাগ করে নিতে দেখা যেত ভিভিয়ান রিচার্ডস, ল্যারি গোমস এবং স্বয়ং অধিনায়ক লয়েডকে। বলাবাহুল্য, এরা ছিলেন প্রত্যেকেই স্পিনার। অর্থাৎ এই কামানের গোলাগুলি সামলানোর মাঝে সাময়িক রিলিফও বলা যায়।

এহেন শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেবার কিনা থামিয়ে দিয়েছিল বামন ভারত। বস্তুত সেই থেকেই ক্রিকেটে ক্যারিবিয়ান সূর্য অস্তাচলে যেতে শুরু করে। এই বর্ণময় জমানার পরেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটে এসেছেন রিচি রিচার্ডসন, ব্রায়ান লারা, কার্টলে অ্যামব্রোজ, প্যাট্রিক প্যাটারসন, কোর্টনি ওয়ালশ বা আজকের ক্রিস গেইলরা। যারা নিজের দিনে শেষ করে দিতে পারেন যে কোনও বোলিং অ্যাটাককে। কিন্তু কখনই মনে হয়নি এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দারুণ কিছু করে উঠতে পারে। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপগুলিতে পাত্তাই পায়নি তারা। দল হিসেবে খেলতেই দেখা যায়নি এদের।

যা কিছু পারফরমেন্স, তা এসেছে ব্যাক্তি বিশেষে। কখনই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার মতো কিছু ঘটেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটে। এর মধ্যেই গতবারের টি–২০ বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছিল তারা। যদিও পরের দিকে আবারও হারিয়ে যেতে থাকে দ্বীপবাসীরা। আইপিএলের সৌজন্যে বেশ কিছু তারকাকে আমরা ভারতের বিভিন্ন দলে খেলতে দেখতে থাকি। এদেরমধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ড্যারেন সামি, ব্র্যাভো, রাসেলস, রামদিন প্রভৃতি। এদেরকে ছাপিয়ে অনেক দিন আগেই বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম ম্যাসকট হয়ে উঠেছিল ক্রিস গেইল।

ফ্ল্যাশব্যাক থেকে এতক্ষণে ফিরতে বাধ্য করলে বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যালিপসোর সুরে তারা একদিন মহিলা এবং পুরুষদের বিশ্বকাপ জেতার মতো অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটাল। মাত্র কিছুদিন আগেই আবার অনুর্ধ–১৯ বিশ্বকাপও ঘরে তুলেছে তারা। সব মিলিয়ে বলা চলে ১৯৮৩–র পর যে সাম্রাজ্য তার যাবতীয় অধিপত্য হারিয়েছিল তাই যেন ফেরৎ পেল সুদে আসলে। ডবলস না একেবারে ত্রিমুকুট জুটে গেল এক বছরের ব্যবধানে। যে ক্রিকেট বোর্ড কার্যত দুয়োরাণীর মতো ব্যবহার করেছে এই বিশ্বজয়ীদের সঙ্গে আশা করা যায় তাদের এবার সম্বিৎ ফিরবে। যোগ্য সম্মান পাবেন ক্রিকেটের জাদুকররা। তার ওপর এবার বিশ্বজয়ী দলের ম্যানেজারও সেই কিংবদন্তী ক্লাইভ লয়েড। ভারতের মাটিতে প্রথমে সেমিফাইনালে ভারত, তারপর অন্যতম সেরা দল ইংল্যান্ডকে হারানো সবেতেই যে আধিপত্য প্রকাশ পেল তাতে রয়েছে আগামী দিনের নয়া ইনিংস গড়ার স্বপ্ন। গেইল,সামি, ব্র্যাভো, রামদিনদের তো আমরা ভালোমতোই চিনতাম। কে জানত কোথা থেকে তারকা হয়ে উঠবেন ব্রেথওয়েট, লেন্ডল সিমন্স, স্যামুয়েলসরা। ভারতকে হারানোর দিন প্রধান ভূমিকা ছিল সিমন্স আর চার্লসের। ফাইনালে ইংরেজ বধে আবার দৈত্য হয়ে উঠলেন ব্রেথওয়েট–স্যামুয়েলসরা। বাদ দেওয়া যাবে না বদ্রীর ওই অবিস্মরণীয় স্পেল। এত কিছুর মাঝে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হলেন বটে বিরাট কোহলি, যখন চারিদিকে ক্যারিবিয়ান ক্যালিপসোয় তাঁর তাণ্ডব চাপা পড়ে যাচ্ছে।

ফাইনালে এত কম রানে ইংল্যান্ডকে বেধে রাখার পর অনেকেই হয়তো ভেবেছিলেন শেষ হাসি হাসতে চলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সে গুড়ে বালি দিয়ে রীতিমতো নাটকীয় জায়গায় ম্যাচ নিয়ে যায় ইংরেজ বোলাররা। তাও শেষ রক্ষে হচ্ছিল না। বিশেষ করে শেষ ওভারে যখন ১৯ রান বাকি তখন মনে হচ্ছিল মেয়েরা পারলেও ছেলেরা বোধহয় আর পারল না। এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন ব্রেথওয়েট। স্টোকসের প্রথম চারটি বল যে ওভাবে গ্যালারিতে উড়ে যাবে ওভার বাউন্ডারির আকারে তা কেউই বোধহয় ভাবতে পারেননি। যে মেজাজে ছয় মারছিলেন ব্রেথওয়েট তাতে শেষ ওভারে ছটা ছয় অর্থাৎ ৩৬ রান দরকার হলেও বোধহয় তুলে দিতেন তিনি।

নিজের দেশের স্যার গ্যারি সোবার্সকে মনে করাচ্ছিলেন ব্রেথ। এই ছয় মারার কেরামতি অবশ্য দেখিয়েছিল অধুনা ভারতীয় ম্যানেজার রবি শাস্ত্রীও, যাকে পরে ছোঁয় যুবরাজ সিং।

ইন্ডিজিয়ান সাপ লুডো

১। লয়েডের আমলে দু–দু'বার বিশ্বকাপ জয়
২। রিচার্ডস, গ্রিনিজ, মার্শাল, হোল্ডিংদের দাপট
৩। তা সত্ত্বেও ১৯৮৩–তে ভারতের কাছে বিশ্বকাপ হার
৪। রিচি রিচার্ডসন, অ্যামব্রোজ, ওয়ালশ, ব্রায়ান লারা, গেইলদের মতো তারকাদের বিক্ষিপ্ত উত্থান
৫। দলগত ভাবে সংহত ক্যারিবিয়ানরা টি–২০ বিশ্বকাপ প্রথমবার জেতে ২০১২–তে
৬। তাও বোর্ডের উপেক্ষা তলানিতে ঠেলে দিচ্ছিল তাদের
৭। যাবতীয় প্রতিকূলতা ঝেড়ে ফেলে এবারের বিশ্বকাপেও জয় সামিদের
৮। অনুর্ধ–১৯, মেয়েদের বিশ্বকাপেও উপর্যুপরি জয়

ডার্বি হেরে অনেকটা পিছিয়ে গেল বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভোটের বাজারে বাংলা যখন আস্তে আস্তে মুখরিত হচ্ছে তখন একটা ডার্বি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নীরবে, নিশ্চুপে। তাও আবার কলকাতা থেকে যোজন মাইল দূরের শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে। সবথেকে বড় কথা এই ডার্বিতে জিতে এ বছরের মতো মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নিজেদের ট্র্যাক রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখল ইস্টবেঙ্গল। অথচ এমন একটা পরিস্থিতিতে মোহনবাগান হারল যখন তাদের কাছে এই ম্যাচ জেতা মানে নিছক ডার্বি জয় নয়, ছিল উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার আই লিগ জয় করার হাতছানি। শেষ পাঁচ ম্যাচ সোজা অঙ্কে জিতে নিতে পারলে কলকাতায় আই লিগ আসা আটকায় কে? মাঝে একটা আধটা ম্যাচ যদি ড্র ও হয় কুছ পরোয়া নেহি। মোহনবাগানের ফের আই লিগ জয় রোখে কার সাহস? এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। আসলে মোহনবাগানের ভাগ্য ছিল তুঙ্গে। সঞ্জয় সেনের কোচিংয়ে তাই সোনা ফলাচ্ছিল সবুজ–মেরুন ব্রিগেড। সেই সুখের সংসারেই কোথা থেকে সমস্যার পাহাড় এসে হাজির। যার জেরে প্রথমে লিগের একেবারে নিচের দিকে থাকা আইজল এফসি এবং পরে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরে আই লিগ খোয়াতে বসেছে তারা। এটা কী আদৌ হওয়ার ছিল। না একেবারেই নয়। বরং যতই কলকাতা লিগ সহ অন্যান্য টুর্নামেন্টে বাগান খারাপ খেলুক না কেন, এবারের আই লিগে যে ঝড় তুলেছিল তারা যার একমাত্র সমাধান কাপ ঘরে তোলা। সেই জায়গাতেই চোনা ফেলে দিল ইস্টবেঙ্গল।

শুধু ইস্টবেঙ্গল নয়, বাগানকে থামিয়ে দেওয়ার পিছনে আইজল এফসির ভূমিকা কোনও অংশে কম নয়। সব মিলিয়ে আই লিগে কোথায় গিয়ে এখন শেষ করে মোহন ব্রিগেড দেখার সেটাই। যা এগোচ্ছে তাতে করে এখনো আশা আছে বাগানের। কিন্তু অনেকগুলো যদি আর কিন্তুর দিকে তাকিয়ে তারা। এর মধ্যে বেঙ্গালুরু এফসিকে নিজেদের হারালেই চলবে না, ইস্টবেঙ্গলকেও হারাতে হবে সুনীল ছেত্রীর দলকে। তবে গিয়ে মোহনবাগানের পক্ষে বলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। কারণ এখন পয়েন্টের অঙ্কে বেঙ্গালুরুর সমান বাগান। আর ইস্টবেঙ্গল এক ম্যাচ কম খেলে দু পয়েন্ট পিছিয়ে। তাই ইস্টবেঙ্গল আর বেঙ্গালুরুর ওপর বড় বেশি নির্ভরশীল হতে হচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবটিকে। মোহনবাগানের গত দুই ম্যাচ হারার কাটাছেড়া করতে বসলে প্রথমেই মাথায় আসছে সোনি নর্ডির অনুপস্থিতি। এই হাইতিয়ান তারকা বাগানের হৃদয়ে শুধু নয় খেলাতেও কতটা গেড়ে বসেছে তার উদাহরণ এই জোড়া হারা। বস্তুত সোনির অনুপস্থিতিতে ক্যারিবিয়ান কর্নেল গ্লেন নিজেকে কখনও সেই মাপে নিয়ে যেতে পারেনি যা দিয়ে দলকে জেতানো যায়। একমাত্র মোহন অধিনায়ক কাতসুমির চেষ্টা ছিল অনেকটাই বলার মতো। জেজের পেনাল্টি মিস মোহন হৃদয় ভেঙে খানখান করে দিয়ে গেল পরিশেষে। বাগানের সমাধির ওপর অ্যাভারেজ খেলেও দু–দুটি গোল করে পাদপ্রদীপে ফিরলেন কোরিয়ান ডু–ডং।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন
'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে
আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

মগজ ধোলাই

- সিকিমের রাজধানী কি?
- ২৩ জুন ১৭৫৭ কোন বিখ্যাত যুদ্ধ বাংলায় হয়েছিল?
- সীতার বাবার নাম কি?
- কিছু নিরামিষাসি সাপের নাম বল?
- বিশ্বের সব থেকে বড় ব্যায়ামাগার কোথায় অবস্থিত?

গত সংখ্যার উত্তর

- বিশ্বের সবচেয়ে বড় মরুভূমি হল সাহারা, দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়ান মরুভূমি।
- আর্মেস্টিক ডে।
- ঋক বেদ।
- বাদুড় ডিম পাড়ে না।
- বম্বে জিমখানার মাঠে যার নাম ব্রাবর্নে স্টেডিয়াম।
- WMO হল ওয়ার্ল্ড মেটারোলজিক্যাল অর্গানাইজেসন।

উত্তর পাঠাও যে কোনও মাধ্যমে ২–৮ তারিখের মধ্যে

বকশিশ

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

ব্যাঙ্কে একটা চেক জমা দিয়ে বেরুনোর সময় নন্দলালবাবুর নজরে এল, একটা স্লিপ হাতে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা একে ওকে কী যেন অনুরোধ করছেন। সকলেই তাকে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে। নন্দলালবাবু ওনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার?

–এই দেখ না বাবা, আমি কিছু টাকা তুলব।, কিন্তু, কাউকে দিয়ে লেখাতে পারছি না। নন্দলালবাবু হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললেন, ঠিক আছে আসুন আমার সঙ্গে, আমি না হয় লিখে দিচ্ছি। ফাঁকা একটা টেবিলে বসে নন্দলালবাবু পাশবই আর স্লিপটা ওনার কাছ থেকে নিয়ে বললেন, কত টাকা তুলবেন?

–সাত হাজার টাকা, বাবা।

স্লিপটা পূরণ করে ভদ্রমহিলাকে বললেন, নিন, এখানে সই করুন। ভদ্রমহিলার সই হয়ে গেলে নন্দলালবাবু বললেন, যান এবার কাউন্টার–এ গিয়ে জমা দিন। হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে নন্দলালবাবু অপেক্ষা করতে থাকলেন আর টাকাটা নিয়ে ভদ্রমহিলা কাউন্টার ছেড়ে আসতেই জানতে চাইলেন টাকাটা পেয়েছেন কি না। –হ্যাঁ, বাবা পেয়েছি।

–গুণে নিয়েছেন?

না তো বাবা গুণিনি, কথাটা বলতে বলতে নন্দলালবাবুর দিকে টাকাগুলো এগিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা।

–না না, আপনার টাকায় আমি হাত দেব না, আপনি গুনুন, আমি দেখছি। ভদ্রমহিলা অতি সন্তর্পণে টাকাগুলো হাতে মেলে ধরে গুণতে লাগলেন। নন্দলালবাবু এক সময় ব্যাঙ্কে কাজ করেছেন বহুদিন। এক নজরেই উনি বুঝে নিয়েছেন, ভদ্রমহিলার হাতে দশটা পাঁচশ টাকার নোট আর বাকিগুলো একশো টাকার নোট।

–হ্যাঁ, বাবা ঠিক আছে।

–বেশ, এবার টাকাগুলো ব্যাগে ঠিক মতো রেখে বাড়ি যান।

নন্দলালবাবু দেখলেন, টাকাগুলো ব্যাগে রেখে ভদ্রমহিলা একটা ছোট পার্স বের করলেন। সেটা খুলে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে নন্দলালবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা রাখো বাবা, মিষ্টি খেয়ো। নন্দলালবাবু এটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, হেসে বললেন, আপনি কি প্রতিবারই এভাবে টাকা দেন লোককে?

–হ্যাঁ, বাবা প্রতিবারই তো দিই।

–আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন, আমি সে রকম লোক নই।

ভদ্রমহিলা কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন, একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, বেঁচে থাকো বাবা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!

ধাঁধা

১+১+১+১+১+১+১=১

এটা কি করে হল বলো তো?

গত সংখ্যার উত্তর : কাঁকড়া
উত্তরদাতা– শঙ্কর মাইতি

এসএমএস–এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ৯–১৫ তারিখের মধ্যে এই ৯০৩৮৬৪০০৩০ ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

সানয দত্ত, প্রথম শ্রেণি, লা মার্টিনএ ফর বয়জ

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

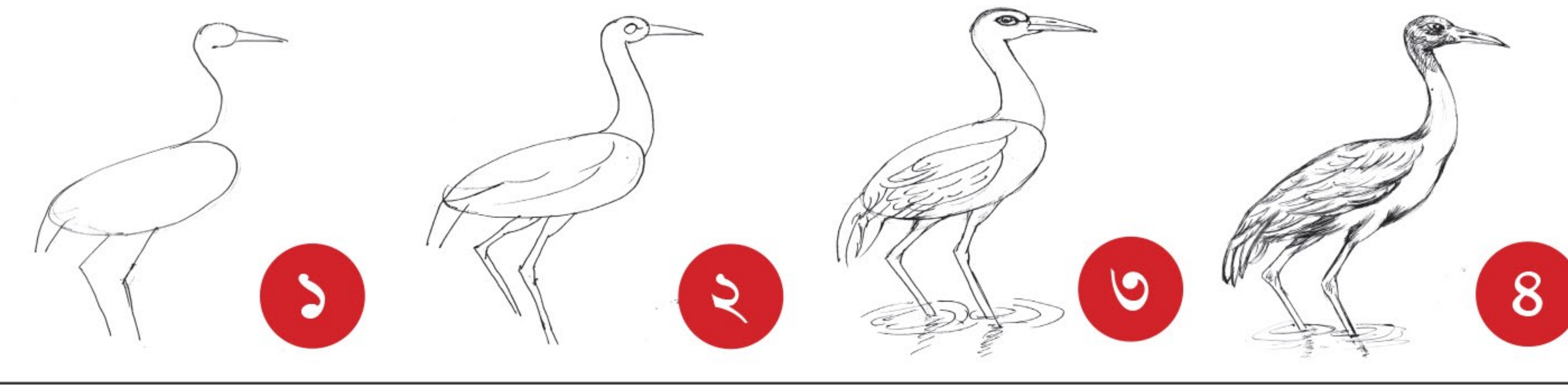

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com